NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বলছি সোশ্যাল মিডিয়ার নগ্ন দিকের কথা

পঞ্জাবে বিষাক্ত মদকাণ্ডে মৃত বেড়ে ২১ ৭

কলকাতা ২৪ মার্চ ২০২৪ ১০ চৈত্র ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৮২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 24.3.2024, Vol.17, Issue No. 282, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

১৪ ঘণ্টার তল্লাশিতে মন্ত্রী চন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে উদ্ধার ৪১ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হার বাড়িতে ১৪ ঘণ্টার অভিযানে মন্ত্রীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হল ৪১ লক্ষ টাকা, এমনটাই খবর ইডি সূত্রে। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতিতে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় টাকার পাহাড়। তারপর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পমন্ত্রীর বীরভূমের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এই টাকা উদ্ধার করে ইডি। মন্ত্রীর মোবাইলটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এরপরই এই মোবাইলটিকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় সিএফএসএল-এ। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেপ্তার কুন্তল ঘোষের সূত্রেই মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হার নাম উঠে এসেছে। কুন্তলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে আধিকারিকরা ১০০ জন চাকরিপ্রার্থীর একটি তালিকা পেয়েছিলেন। সেই তালিকার ভিত্তিতে পৃথকভাবে কুন্তলকে জেরা করে ইডি ও সিবিআই। ইডি-র দাবি, কুন্তলের মুখেই চন্দ্রনাথ সিন্‌হার নাম উঠে আসে। এরই পাশাপাশি তদন্তকারীরা এও জানতে পারেন, মন্ত্রী কুন্তল ঘোষের এজেন্ট হিসাবে কাজ করতেন। তবে সেই চাকরিপ্রার্থীদের নাম পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনও আর্থিক লেনদেনের বিষয় ছিল কিনা, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। মন্ত্রীর বাড়ি থেকে তল্লাশি প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক নথিও উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা।

ট্রলি ব্যাগে প্রৌঢ়ের দেহ উদ্ধারে স্ক্যানারে তরুণী ও ব্যাংককর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: লাল ট্রলিব্যাগ বন্দি অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পরিচিত এক ব্যাংককর্মীকে আটক করল পুলিশ। তদন্তকারীদের স্ক্যানারে এক তরুণীও। প্রৌঢ়কে খুন করা হয়েছে, তা মোটের উপর নিশ্চিত। কী কারণে খুন করা হল তাঁকে, কারাই বা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। টেকনোসিটি থানার পুলিশের দাবি, ওই প্রৌঢ়ের নাম সুবোধ সরকার। ওড়িশায় একটি ছাপাখানা ছিল তাঁর। বিক্রি করে গত ৩ মাস ধরে বেলঘরিয়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। সঙ্গে থাকতেন এক তরুণী। তিনি ওই ছাপাখানায় কাজ করতেন। নাতনি বলেই সর্বত্র পরিচয় দিতেন সুবোধবাবু। ওই নাতনি কলকাতার এক বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন। কর্মসূত্রে রোজ বেলঘরিয়া থেকে কলকাতায় যাতায়াত ছিল তরুণীর। শনিবার সকালে নিউটাউনের পাচুরিয়া খাল থেকে ট্রলিব্যাগ বন্দি অবস্থায় সুবোধবাবুর দেহ পাওয়া যায়। তার পর থেকেই পুলিশের স্ক্যানারে ওই তরুণী। তরুণীকে ফোন করে ডেকে পাঠানো হয়। কলকাতা থেকে তড়িঘড়ি বেলঘরিয়ায় পৌঁছন তিনি। তরুণী জানান, প্রতিদিন শিয়ালদহে নিজের ছেলের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারতে যেতেন প্রৌঢ়। তবে শুক্রবার এলাকারই এক অনুষ্ঠান বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারেন। তার পর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান সুবীরবাবু। শনিবার সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মাথায় গভীর ক্ষত ছিল তাঁর। এদিকে, এই ঘটনায় পুলিশ পটাশপুর এলাকা থেকে সৌম্য জানা নামে এক ব্যাংককর্মীকে আটক করেছে। নাকা চেকিংয়ের সময় একটি অ্যাপ ক্যাবে রক্তের দাগ দেখতে পায় পুলিশ। ওই অ্যাপ ক্যাবেই ছিল সৌম্য। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, দেহটিকে নির্জন জায়গায় ফেলার জন্য অ্যাপ ক্যাব ভাড়া করা হয়েছিল। কী কারণে সুবোধ সরকারকে খুন করা হল, তা অবশ্য জানায়নি সৌম্য।

কৃষ্ণনগরে মহুয়ার দলীয় কার্যালয়ের পর দু'টি দপ্তরে সিবিআই তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদিয়ার কৃষ্ণনগরে মহুয়া মৈত্রের সাংসদ কার্যালয়ে হানা সিবিআইয়ের। শুধু তা-ই নয়, ওই কার্যালয়ের পিছনে মহুয়ার দলীয় দপ্তরেও পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুরে কৃষ্ণনগরের সিদ্ধেশ্বরীতলায় যেখানে মহুয়ার সাংসদ কার্যালয় রয়েছে, সেখানে গিয়েছেন সিবিআইয়ের পাঁচ সদস্যের একটি দল। বাড়ির বাইরে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও। ওই সময় তল্লাশি শুরু হয়, পিছনের দলীয় দপ্তরেও। এই দপ্তর থেকে মহুয়া নির্বাচনী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন বলে জানা গিয়েছে। সিবিআই সূত্রে খবর, এ বার তাদের গন্তব্য মহুয়ার করিমপুরের বাড়ি।

কৃষ্ণনগরের সিদ্ধেশ্বরীতলায় মহুয়ার যে সাংসদ কার্যালয়ে তল্লাশি চলে, সেখানে মহুয়া প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখভাল করলেও খুব একটা বসবাস করতেন না বলে জানা গিয়েছে। 'টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন'কাণ্ডে মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে গত ১৯ মার্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন লোকপাল। বরখাস্ত হওয়া তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে 'গুরুতর' বলে বর্ণনা করা হয় লোকপালের নির্দেশিকায়। এর পর সিবিআইয়ের তরফে মহুয়ার বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের হয়।

শনিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ সিবিআই প্রতিনিধি দল কৃষ্ণনগরে পৌঁছয়। এরপরে মহুয়া মৈত্রের অস্থায়ী দলীয় কার্যালয়ে হানাদার এবং গেট বন্ধ করে তল্লাশি শুরু করে বলে খবর পাওয়া গি.ছে। এ বিষয়ে সিবিআই আধিকারিকেরা মুখ না খুললেও কৃষ্ণনগর পুরসভার কাউন্সিলর তথা, আইএনটিইউসি সভাপতি সৌগত কৃষ্ণ দেব বলেন, প্রতিবাদের অপর নাম মহুয়া মৈত্র। সাংসদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ঝড় তুলছেন তিনি। সৌগত বাবু আরো বলেন, 'আমরা দেখছি প্রথমে হেমন্ত সরেন তারপর অরবিন্দ কেজরিওয়াল এরপর আবার মহুয়া মৈত্র। এই সেন্ট্রাল এজেন্সিকে দিয়ে যত সমস্যা তৈরি করবে তত তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক আরো শক্তিশালী হবে। এতে বরং মহুয়া মৈত্রের লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না।' অন্যদিকে, কৃষ্ণনগর শহর কংগ্রেস সভাপতি দিব্যেন্দু বসু জানান, 'আজ কৃষ্ণনগরের মত শহরে সিবিআই হানা দিচ্ছে, এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। সংসদে ঘুষ নিয়ে পাসওয়ার্ড শেয়ার করছে একজন সংসদ, এর চেয়ে লজ্জাজনক অন্য আর কিছু হতে পারে না।'

কৃষ্ণনগরে মহুয়া মৈত্রের অস্থায়ী কার্যালয় সিবিআই হানা প্রসঙ্গে বিজেপির প্রচার প্রমুখ সন্দীপ মজুমদার বলেন, 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শহরকে কলুষিত করেছে সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সংসদে ক্যাশ ফর কোয়ারি ইস্যুতে আজ কৃষ্ণনগরে সিবিআই হানা দিয়েছে তা কৃষ্ণনগরবাসী হিসেবে অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। অন্যদিকে এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। মানুষের ভোটে জিতে নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধি কি করে এমন কাজ করতে পারে তা সকলকে জানা প্রয়োজন। এমনিতেই তিনি এবার কৃষ্ণনগরে পরাজিত হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সংসদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিছুর বিনিময়ে পাচার করে দেওয়া সেটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ বলে মনে করি।'

কলকাতায় মহুয়ার বাবার বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বহিষ্কৃত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বাবার ফ্ল্যাট থেকে খালি হাতেই বেরিয়ে এসেছেন সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা। এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি সূত্র। সিবিআই সূত্রে খবর, সংসদে 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন'কাণ্ডে আলিপুরের ওই ফ্ল্যাটে প্রায় ৬ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ধরে চলে তল্লাশি। কৃষ্ণনগরের প্রাক্তন সাংসদের কলকাতার বাড়ি থেকে কোনও কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। প্রোটোকল অনুযায়ী, সিবিআইয়ের তরফে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মহুয়াকে সমন পাঠানো হবে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে কৃষ্ণনগর থেকে আবার প্রার্থী করেছে তৃণমূল। প্রচারের জন্য সেখানেই বাড়ি ভাড়া করে রয়েছেন মহুয়া। শনিবার সকালে আলিপুরের 'রত্নাবলী' নামে একটি আবাসনে যায় সিবিআইয়ের একটি দল। ওই আবাসনের ন'তলার একটি ফ্ল্যাটে থাকেন মহুয়ার বাবা দীপেন্দ্রলাল মৈত্র এবং মা মঞ্জু মৈত্র। শনিবার সকাল ৭টা নাগাদ সেই আবাসনে পৌঁছন সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, তখন ফ্ল্যাটে কেউ ছিলেন না। আবাসনের কেয়ারটেকারকে দিয়ে মহুয়ার মা মঞ্জুকে ফোন করানো হয়। বহিষ্কৃত সাংসদের মা এসে দরজা খোলেন। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেন সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা। শুরু হয় তল্লাশি। দুপুর ১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ওই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যায় সিবিআইয়ের দলটি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে, খালি হাতেই বেরিয়ে গিয়েছেন আধিকারিকেরা। কোনও কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। সংসদে 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন'কাণ্ডে মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে গত ১৯ মার্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল লোকপাল। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে 'গুরুতর' বলে বর্ণনা করা হয় লোকপালের নির্দেশিকায়। এর পর সিবিআইয়ের তরফে মহুয়ার বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের হয়। তার পর শনিবার তাঁর কলকাতার ফ্ল্যাটে তল্লাশি।

মস্কো কনসার্ট হল হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৪৩

মস্কো, ২৩ মার্চ: মস্কোর কনসার্ট হলে হামলায় মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৪৩। আহত অন্তত ১৪০ জন। শনিবার সকালে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে দেশের নিরাপত্তা বাহিনী এফএসবি-র প্রধান জানিয়েছেন, এই ঘটনায় ১১ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন চার অভিযুক্তও, যাঁরা সরাসরি হামলায় জড়িত। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে সে কথা প্রকাশিত হয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম বিএনও নিউজ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে মস্কোর ক্রকাস সিটি হলে গুলি চালিয়েছেন চার জন। তাঁদের মধ্যে দুই আততায়ী এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে ৬০ জনকে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ। আহত হয়েছেন বহু। রুশ সংবাদমাধ্যম জানায়, হামলার পর সাদা গাড়িতে চেপে পালিয়ে যান চার থেকে ছ'জন জঙ্গি। ধাওয়া করে ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে সেই গাড়িটিকে ধরে ফেলে পুলিশ। চার জঙ্গিকেও ধরা হয়। গাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। গাড়ির ছবি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় মস্কোর ক্রকাস সিটি হলে চলছিল রাশিয়ার রক ব্যান্ড 'পিকনিক'-এর অনুষ্ঠান। ওই প্রেক্ষাগৃহে হাজার দর্শক এঁটে যেতে পারেন। ফৌজিদের পোশাক পরে কনসার্ট হলে ঢুকেছিলেন জঙ্গিরা। তার পর এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গ্রেনেড এবং বোমাও ছোড়া হয়। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, কনসার্ট হল ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। সেখান থেকে কালো ধোঁয়া গলগল করে বার হচ্ছে। আগুন নেভাতে তিনটি হেলিকপ্টার থেকে জল ছোড়া হয়। অনেকেই বাঁচতে চেয়ারের পিছনে লুকিয়ে পড়েন। কেউ কেউ দৌড়ে বেসমেন্টে বা ছাদেও উঠে পড়েন। এই হামলার নিন্দা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি। আমেরিকার দাবি, এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে আইএসের খোরাসান শাখা। আইএসের ওই শাখাও হামলার দায় স্বীকার করেছে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, চলতি মাসের শুরুতে এই নিয়ে তারা মস্কোকে সতর্কও করেছিল। যদিও পুতিন সরকার এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। তবে আমেরিকা স্পষ্ট জানিয়েছে, ইউক্রেনের যুদ্ধের সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। ইউক্রেনও দায় অস্বীকার করেছে।

এই ঘটনায় এখনও প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি পুতিন। তাঁর এক সহযোগী জানিয়েছেন, আহতদের দ্রুত আরোগ্যকামনা করেছেন তিনি। এই হামলার পর সারা দেশে কড়া নিরাপত্তা জারি করা হয়েছে। আগামী বেশ কয়েক দিন সমস্ত রকম অনুষ্ঠানও বাতিল করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ফরেন্সিক দল। হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্রও হাতে এসেছে পুলিশের।

গ্রেপ্তার ৪ হামলাকারী

পাশে থাকার বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ: রাশিয়ায় সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বন্ধু দেশের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, 'মস্কোর বুকে এই ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদ হামলার তীব্র নিন্দা করছি আমরা। ভুক্তভোগীদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা রইল। রাশিয়ার সরকার ও রুশ জনগণের এই শোকের সময়ে ভারত পাশে থাকবে। আমরা সহমর্মী।' বন্ধু দেশের এই বিপদে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন মোদি।

ইডি হেপাজত থেকেই স্ত্রীর মাধ্যমে বার্তা দিলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ: সক্রিয় রাজনীতি থেকে এতদিন নিজের স্ত্রী ও পরিবারকে দূরেই রাখতেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভারতীয় রাজনীতিতে আপের উত্থান বিকল্প রাজনীতির স্বপ্ন দেখিয়ে। কেজরিওয়ালের মূল হাতিয়ারই ছিল পরিবারতন্ত্র এবং দুর্নীতির বিরোধিতা করা। অথচ সেই কেজরিওয়াল নিজেই এবার সেই একই অভিযোগে বিদ্ধ। নিজের স্ত্রীর মাধ্যমে ইডি হেপাজত থেকেই নিজের পাঠানো বার্তা জনগণের উদ্দেশ্যে পাঠালেন।আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ইডি-র হেপাজত থেকে বার্তা দিলেন অনুগামীদের। তাঁর স্ত্রী সুনীতি শনিবার কেজরির সেই লিখিত বার্তা পড়ে ভিডিও পোস্ট করলেন সমাজমাধ্যমে।

আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রধান কেজরিওয়াল তাঁর দলের কর্মী-সমর্থকদের আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন, কোনও জেল তাঁকে বেশি দিন ভিতরে রাখতে পারবে না। তিনি শীঘ্রই ফিরে আসবেন। সেই সঙ্গে অনুগামীদের উদ্দেশে তাঁর আবেদন, 'আমার গ্রেপ্তারির জন্য আপনারা বিজেপির কর্মীদের প্রতি ঘৃণাবর্ষণ করবেন না। প্রতিটি মুহূর্ত দেশের সেবা করার জন্য উৎসর্গ করেছি। ভিতরে থাকি কিংবা বাইরে, মানুষের জন্য কাজ করে যাব। আমার জীবনে এমন কখনও ঘটেনি যে, প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। এ বারও হব না। যে সব অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শক্তি দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে।'

দুর্নীতির অভিযোগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী নিজে ইডির হেপাজতে। সুতরাং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করাটা এর পর কঠিন হয়ে যাবে আপ সুপ্রিমোর জন্য। এবার সম্ভবত পরিবারতন্ত্রের অভিযোগেও বিদ্ধ হতে হবে কেজরিওয়ালকে। কারণ তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়ালকে এবার সক্রিয় রাজনীতিতে নামিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে দিল আপ। সুনীতা প্রকাশ্যে এসে জেল থেকে পাঠানো স্বামীর বার্তা আমজনতার উদ্দেশ্যে শুনিয়ে গেলেন।

কেজরির আবেদন ফিরিয়ে দিল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ আবগারি: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আবেদনের দ্রুত শুনানির আর্জি ফিরিয়ে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। নিম্ন আদালত কেজরিওয়ালকে সাত দিনের ইডি হেপাজতে পাঠিয়েছিল। সেই নির্দেশ এবং গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। দ্রুত শুনানির আর্জিও জানান। সেই আর্জিই খারিজ করল দিল্লি হাইকোর্ট।বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লির আবগারি দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হয় কেজরিওয়ালকে। পরের দিন, শুক্রবার তাঁকে সাত দিনের ইডি হেপাজতে পাঠায় রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। ২৮ মার্চ পর্যন্ত ইডি হেপাজতেই থাকবেন আপ-প্রধান। গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে শনিবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কেজরি। রবিবার সেই আবেদনের শুনানি যাতে হয়, সেই আর্জিও জানান। যদিও শেষ পর্যন্ত তা খারিজ হয়ে যায়। দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছে, বুধবার এই আবেদনের শুনানি হবে। দোল ও হোলির কারণে সোম এবং মঙ্গলবার আদালত বন্ধ। বুধবার আদালত খোলার পরেই শোনা হবে কেজরিওয়ালের আবেদন। শনিবার হাইকোর্টে পিটিশন দায়ের করে কেজরির তরফে জানানো হয়, তাঁর গ্রেপ্তারি এবং হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ 'বেআইনি'। বৃহস্পতিবারই আপ প্রধানকে গ্রেপ্তারি থেকে রক্ষাকবচ দিতে অস্বীকার করে হাইকোর্ট।

জলপাইগুড়ির ভাগ্য নির্ধারণ করবেন কামতাপুরি আর চা-বাগান শ্রমিকেরাই

শুভাশিস বিশ্বাস

উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার লোকসভার মতোই জলপাইগুড়ি লোকসভাতে একটা সময় একটানা রাজত্ব করেছে বামেরাই। তবে এই কেন্দ্রকে এই মুহূর্তে কোনও রাজনৈতিক দলের শক্ত ঘাঁটি বলে আর চিহ্নিত করা যাবে না। কারণ, গত তিনটি লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল জানান দিচ্ছে বারবার রঙ বদলাচ্ছে এই কেন্দ্রের। চা শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সুবাদে ১৯৮০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র পরিচিত ছিল 'লাল দুর্গ' হিসেবেই। ১৯৬২ সাল থেকে কংগ্রেসের দখলে থাকা জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনে বামেরা থাবা বসায় ১৯৮০ সালের ভোটে। সিপিএম নেতা সুবোধ সেন সেবার জয়ী হন। এরপর থেকে সিপিএম প্রার্থীদের বিজয় রথ এগিয়েছে বিনা বাধায়।

২০০৯ লোকসভা নির্বাচনে বামেদের দখলে ছিল ৪৫.৪৯ শতাংশ ভোট। কংগ্রেস পেয়েছিল ৩৬.৯৯ শতাংশ ভোট। মাত্র ৯.১৬ শতাংশ ভোট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় গেরুয়া শিবিরকে। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর ছবিটা বদলাতে থাকে রাতারাতি। মারাত্মক ধরনের বাম শক্তির অবক্ষয় শুরু হয় এই জলপাইগুড়িতে। ২০১১ থেকে চা শ্রমিক সংগঠনেও ভাঙন শুরু হয়। গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপক সাংগঠনিক ভূমিক্ষয় ঘটে। ক্রমশ শক্তিশালী হতে শুরু করে তৃণমূল। তার জেরে ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে ঘাসফুল শিবির ৩৩.০৪ শতাংশ ভোট পেয়ে আসনটি বামেদের থেকে ছিনিয়ে নেয়। বামেদের ভোট কমে হয় ৩৩.০৪ শতাংশ। কংগ্রেসের পরিস্থিতিও তথৈবচ। তাদের ভোট কমে দাঁড়ায় মাত্র ৬.৮২ শতাংশে। এরপর বামেদের ভোট রামে যাওয়ায় ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের উত্থান ঘটে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে ৭৬০১৪৫ ভোট পান বিজেপির ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায় এবং তৃণমূলের বিজয় চন্দ্র বর্মণ ভোট পান ৫৭৬১৪১টি। অর্থাৎ, ভোটের ব্যবধান ১,৮৪,০০৪। অন্যদিকে, ধুয়ে মুছে সাফ একদা এই জলপাইগুড়িতেই রাজত্ব করা বামেরা। একই হাল কংগ্রেসেরও। বামপ্রার্থী সিপিআইএম-এর ভগীরথ চন্দ্র রায়ের ঝুলিতে আসে মাত্র ৭৬,০৫৪টি ভোট আর কংগ্রেসের মণিকুমার দারনাল পান ২৮,৪৮৪টি ভোট। শতাংশের নিরিখে বামদের ভোট ৫.০৭ শতাংশ আর কংগ্রেসের আরও কম, মাত্র ১.৯০ শতাংশ। তবে পরবর্তীকালে ধারাবাহিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জেরে তৃণমূল কিছুটা হলেও ঘর গোছাতে সক্ষম হয়।

এই প্রসঙ্গে বলতেই হয় ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, মালবাজার এবং কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ বিধানসভা নিয়ে তৈরি জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র। এদিকে ২০২৪-এর ২২ জানুয়ারির পরিসংখ্যান অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলার মোট ভোটার ১৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৭৯ জন। যেখানে পুরুষ ভোটার ৯ লাখ ৫৫ হাজার ২৫০ আর মহিলা ভোটার ৯ লাখ ৩৬ হাজার ৬১৪ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১৫ জন। এর মধ্যে গ্রামে বাস করেন ৬৪.৯২ শতাংশ এবং শহরে ৩৫.০৮ শতাংশ। তবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এই লোকসভা কেন্দ্রে ৪৯.৬৫ শতাংশ তপসিলি জাতি এবং ৭.৮৮ শতাংশ তপসিলি উপজাতি ভুক্ত মানুষ। এই লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভার মধ্যে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ভোটার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ৩ লাখ ২০ হাজার ৩৫৪ জন। আবার এই লোকসভা কেন্দ্রের সবচেয়ে কম ভোটার সংখ্যা মেখলিগঞ্জ বিধানসভার। সেখানকার ভোটার মোট ২ লাখ ৩৭ হাজার ৬ জন।

-বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২ এ

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২৪ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৮২ নং এফিডেভিট বলে আমি Km Bharti Verma D/o. Rajender Verma সাং ৩৩৯/এ, ওল্ড পোস্ট অফিস গলি, ছোট বাজার, শাবদারা, নর্থ ইস্ট দিল্লি-১১০০৩২ নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Jannat Begum সাং মুন্ডলিকা পূর্ব পাড়া, মুন্ডলিকা, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৪০৪, নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল আরতি মজুমদার, স্বামী সুশান্ত মজুমদার ও ভারতী সরকার, স্বামী সুরেশ চন্দ্র সরকার একত্রে জেলা নদীয়া, থানা- হাঁসখালী, মৌজা ৬৭ নং ভায়না, খতিয়ান নং- এল.আর. ৪০১, দাগ নং ৯৬৪, পরিমাণ ৮.২৫ শতক, দাগ নং- ৯৬৫, পরিমাণ- ১.৯৯ শতক জমি ইংরাজী ৩১.৮.২০০৬ তারিখে IV-9 নং আমমোক্তারনামা বলে বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, পিতা- মৃত নারায়ন চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সম্পত্তি বাবদে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ৯৯৩২৭১৬০২৬ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

Sandip Roy
Advocate
Judges' Court Nadia,
Enrolment No.
F/355/200/2018

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ভিন রাজ্য থেকে পুলিশ এনে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজ করুক কমিশন

হাওড়ায় দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শনিবার হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভা এলাকার বরগাছিয়াতে কর্মী সভাতে এসে রাজ্যের পুলিশকে নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু স্পষ্ট দাবি করে বলেন, 'রাজ্যের পুলিশ দলদাসদের মতো আচরণ করছে। নির্বাচন ঘোষণার পর রাজ্যের সব থানাতে পুলিশ ১০৭ ধারাতে মিথ্যা মামলা দিয়ে বিজেপি কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে। বিভিন্ন মামলাতে বিজেপি কর্মীদের জড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করছে। তাই আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি করব শুধু ভোটের দিন নয়, এখন থেকেই নির্বাচনে রাজ্যের পুলিশকে কাজে না লাগিয়ে ভিন রাজ্য থেকে পুলিশ এনে রাজ্যে আইনের শাসন ও বহু দলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করক নির্বাচন কমিশন।'

এর পাশপাশি মহুয়া মিত্রের বাবার বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি প্রসঙ্গে সরব হয়ে শুভেন্দু দাবি করেন, 'উনি বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে বিদেশে ওনার সাংসদ পোর্টালের তথ্য পাচার করেছেন, এটা প্রমাণিত সংসদের কমিটিতে।' এছাড়াও শুভেন্দু দাবি করেন বর্তমানে যে কোনও তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে তল্লাশি করলে এক কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

নরেন্দ্র মোদী চরম স্বৈরাচারীর ভূমিকা পালন করছেন : শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দেশে নরেন্দ্র মোদি চরম স্বৈরাচারীর ভূমিকা পালন করছেন। শনিবার বিকেলে খড়দা বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দি প্রকোষ্ঠের উদ্যোগে ফাঁকি ঘাটে হোলি মিলন উৎসবে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়। এদিন কৃষি মন্ত্রী বলেন, 'হিটলার, ফ্রাঙ্কো, পোল পটদের মতো অনেকেই একসময় পৃথিবীতে স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। এঁদের উত্তরসূরি হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর নাম নথিভুক্ত হতে চলেছে। দমদম কেন্দ্রের তৃণমূলপ্রার্থী সৌগত রায় জেতার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী।

শোভনদেব বাবুর কথায়, 'সৌগত রায়ের থেকে প্রিয় মানুষ আর কেউ নেই। দমদম কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী ১৯৯৬ সালে তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।'

শনিবারের আইপিএল ম্যাচ ও আসন্ন দোলযাত্রা উৎসবের জন্য কলকাতার পুরনো এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে এদিন ছিল উপচে পড়া ভিড়। এদিন রাত পর্যন্ত ৫১ হাজারের বেশি যাত্রী এই স্টেশনের সাহায্যে যাতায়াত করেছেন।

মুক্তি পাচ্ছে 'ও অভাগী', নেপথ্যে প্রযোজক চিকিৎসকের মহৎ ইচ্ছা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভাগীর স্বর্গ গল্পের আধারে পরিচালক অনির্বাণ চক্রবর্তীর নতুন ছবি 'ও অভাগী' মুক্তি পাচ্ছে। নামভূমিকায় সৃজিত ঘরণীমিথিলা। সিনেমাটির প্রযোজনা করছেন প্রখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রবীর ভৌমিক। তিনি গ্রামবাংলায় প্রথম শিশুদের হাসপাতাল কোলাঘাট শুশ্রূষা শিশু সেবা নিকেতনে চিকিৎসা করেন। যেখানে গরিব শিশুদের জন্য ২০ বেড বিনামূল্য প্রদান করা হয়। এছাড়াও পথশিশুদের পাশাপাশি অনাথ শিশুদের জন্যেও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যাবস্থা রয়েছে। চিকিৎসকের পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন ধরে চলচ্চিত্র জগতের সাথে যুক্ত রয়েছেন। সিনেমাটি আগামী ২৯ শে মার্চ বড় পর্দায় মুক্তি পাবে।। এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণের নেপথ্যে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ পরিসরে সমাজ সেবা করা। ডক্টর প্রবীর ভৌমিকের বাবা স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ভৌমিকের নামে একটি শিশু বিভাগ গড়ে তুলতে চান। তাঁর আশা সিনেমাটি দর্শক পছন্দ করবে। সিনেমা থেকে উঠে আসা অর্থ তিনি গরিব শিশুদের চিকিৎসায় ব্যয় করবেন।

শনিবার পার্কসার্কাস ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ এর কনফারেন্স হলে 'ও অভাগী' ছবির প্রিমিয়ার আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য চিকিৎসক প্রফেসর অপূর্ব ঘোষ এবং প্রফেসর জয়দেব রায় সহ বিশিষ্টরা।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে মার্চ। ১০ ই চৈত্র। রবি বার। চতুর্দশী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ একপাদ ৭/৪০ পরে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ দিন। অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দলি দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা সংশি প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানু- ফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ ফলো হরেনি, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। ফল ও মহাকালী পূজা আপনার পছন্দের একটি ফল, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু যাই বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্ঞ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ফল দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা একাদশী দেবী পুজো মায়ের চরণে একটি ফল নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। আজ মহাকালির সামনে ফল নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। আজ মহাকালী র সামনে ফল নিবেদন করুন, দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। আজ দেবী পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। তিথি গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

(আজ হোলিকা দহন উৎসব। বিশ্ব যক্ষা দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রক্তদান শিবির

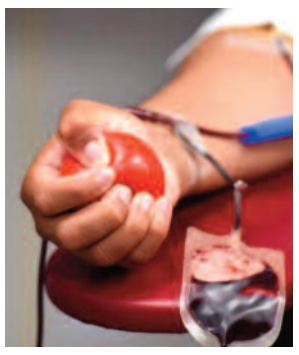

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হিন্দুস্থান কেবলসের বেসিক স্কুলের বড়দিদিমনি ছিলেন শ্রদ্ধেয়া আরতি কোলে,তাঁর স্মরণে এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদানে নারী দিবসে এখানে রক্তদান শিবিরটি গত তিন বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। হিন্দুস্তান কেবলস বন্ধ হয়ে গিয়েছে বছর পাঁচেক আগে, এলাকাটি এখন প্রায় ধ্বংসস্তুপ। সেখানেই ১৯৯২ সালে গড়ে ওঠে 'উজ্জীবন' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তাদের উদ্যোগেই সারা বছর অনুষ্ঠিত হয় নানা সমাজকল্যাণমূলক কাজ। এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শুধুমাত্র নারীদের নিয়ে স্বেচ্ছা রক্তদান উৎসবের সাক্ষী হন হিন্দুস্তান কেবল ও রূপনারায়ণপুরের এলাকাবাসী। ৭৩ জন মহিলা এইদিন রক্তদান শিবিরে সামিল করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রূপনারায়ণপুর থানার ওসি নাসরিন সুলতানা,ডক্টর সঞ্জয় ঘোষ,ডক্টর দেবাশিস মণ্ডল,রক্তদান আন্দোলনের রাজ্য সম্পাদিকা তনিমা ধর,ডক্টর অঙ্কিতা রায়, সংস্থার সভাপতি রাধেশ্যাম মুখার্জি, সহ সম্পাদিকা এমিলি মণ্ডল প্রমুখ।

ভোটে হস্তক্ষেপ প্রশ্নে ফের সংঘাতে রাজ্য-রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটে হস্তক্ষেপ প্রশ্নে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে নতুন করে সংঘাত বেঁধেছে শাসক শিবিরের। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অবৈধভাবে নির্বাচনের কাজে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছেন বলে শুক্রবার কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিল তৃণমূল। তৃণমূলের বক্তব্য, রাজ্যপাল হিংসা মুক্ত ভোট পরিচালনার কথা বলে পঞ্চায়েত ভোটের মতো লোকসভা ভোটেও সমান্তরাল প্রশাসন চালু করতে চাইছেন, যা আদতে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের সমান। অবিলম্বে কমিশনকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জিও জানিয়েছিল শাসকদল। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে কমিশনে চিঠি দিয়ে তৃণমূলের অভিযোগের জবাব দিলেন রাজ্যপাল বোস। একই সঙ্গে রাজ্যপালের এক ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেছে রাজভবন।

ভিডিও বার্তায় রাজ্যপালের সাফ কথা, 'যে কেউ রাজ্যপালের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করতেই পারেন। তবে এটা জেনে রাখা ভাল, রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা ভোটে কোনও হস্তক্ষেপ করছেন না।' ভিডিও বার্তায় রাজ্যপালের দাবি, 'পঞ্চায়েত ভোটে বাংলা হিংসা দেখেছিল, রাজ্যপালের উপস্থিতিতে পরিস্থিতির পরিবর্তন এসেছিল। তাই লোগ সভা পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে ভয়ভীতি কাটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।' তৃণমূল নেতৃত্বর অভিযোগ, গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় রাস্তায় বেরিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন বোস। এবারেও তিনি সে রকম চেষ্টা করতে পারেন। যদিও এদিন পাল্টা বার্তায় তা খারিজ করে দিয়ে রাজ্যপাল বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি যা করছেন তাতে মানুষের স্বার্থেই করছেন। এর মধ্যে রাজনীতি খোঁজা অর্থহীন।

সুন্দরবনের মৌলেদের রক্ষা করতে নজরদারির সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুন্দরবনে মধু সংগ্রহের মরশুমে জলদস্যুদের হাত থেকে মৌলেদের রক্ষা করতে রাজ্য বন দপ্তর বিভিন্ন নদী ও খাঁড়িতে নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অপারেশন গোল্ডেন হানি নামে এই প্রক্রিয়ায় মধু সংগ্রহের ৪১ দিন বনকর্মীরা যন্ত্রচালিত বোটে নজরদারি চালাবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে সুন্দরবনের সজনেখালি ও বসিরহাট রেঞ্জে এই বছরের মধু সংগ্রহ অভিযান শুরু হতে চলেছে। প্রায় ৬ হাজার নথুভুক্ত মৌলে এই মধু সংগ্রহ অভিযানে অংশ নেবেন।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত সজনেখালি ও বসিরহাট দুটি রেঞ্জেই আনুমানিক ছ'শো মৌলে মধু সংগ্রহ অভিযানে নামবেন। তবে মধু সংগ্রহের সময় এলে সুন্দরবনে বাংলাদেশী জলদস্যুদের উৎপাত বেড়ে যায় প্রতি বছরই। জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে নিয়ে আসার সময় মৌলেদের নৌকোয় হানা দেয় তাঁরা।

টানা ৪১ দিন সুন্দরবনের নদী খাঁড়িতে বিশেষ নজরদারি চালাবে বন দপ্তর। গত বছর থেকেই 'অপারেশান গোল্ডেন হানি' নামে বিশেষ নজরদারি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু সেই নজরদারি এড়িয়ে গত বছর একাধিকবার বাংলাদেশী জলদস্যুরা মৌলেদের উপর হামলা চালিয়েছে।

জলপাইগুড়ির ভাগ্য নির্ধারণ করবেন কামতাপুরি আর চা বাগান শ্রমিকেরা

প্রথম পাতার পর....

এই লোকসভা কেন্দ্রের ভাগ্য নির্ধারণ করেন চা-বাগান শ্রমিকেরাই। কারণ, মালবাজার, ধূপগুড়ি বিধানসভা এলাকায় বড় চা বাগান রয়েছে ৭০টি। আর এই চা বাগানকে কেন্দ্র করেই ওঁরাও, খেড়িয়া, মুণ্ডা জনজাতির বসবাস। এছাড়াও ছোট প্রায় ২৫ হাজার ছোট চা বাগান ছড়িয়ে রয়েছে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে। ২০২৪ জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন নির্মল চন্দ্র রায়। বর্তমানে তিনি ধূপগুড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক। আর বামেদের প্রার্থী দেবরাজ বর্মন। একদিকে তরুণ মুখকে সামনে রেখে ঘাঁটি ফেরাতে চাইছে সিপিএম। অন্যদিকে, পেশায় শিক্ষক নির্মল রায়কে সামনে রেখে লড়াইয়ের ময়দানে তৃণমূল।

এদিকে ২০২৪-এর নির্বাচনের আগে অস্বস্তিতে বিজেপি। কামতাপুর পিপলস পার্টি (কেপিপি) খোলাখুলি বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছে। অন্যদিকে, প্রতিশ্রুতিমতো ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। যা ২০২৪ লোকসভা ভোটে শাসকদলের তরফে বড়সড় অস্ত্র হতে পারে। ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচনের ফলও মোটেই স্বস্তিতে রাখছে না গেরুয়া শিবিরকে। কারণ, মেখলিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ এবং মাল বিধানসভায় জিতেছিল তৃণমূল আর ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে বিজেপি। এরপর ২০২৩-এ উপনির্বাচনে ধূপগুড়ি ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল। ফলে ২০১৯-এ যে ঝড় তুলেছিল পদ্মশিবির তা এখন কিছুটা হলেও স্তিমিত বলেই ধারনা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

ফাস্ট ফুডের গুঁতোয় হারিয়ে যাচ্ছে দোলের মঠ, ফুট কড়াই

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: দোলের সময় পুজোয় আবশ্যিক মঠ। তবে বর্তমান সময়ে ফাস্ট ফুডের দাপটে এই পুরনো মিষ্টি থেকে আজকার অনেকেই মুখ ফিরিয়েছেন। সমস্যায় পড়েছেন প্রস্তুতকারকরা। মঠ মূলত চিনির তৈরি উঁচু শক্ত একটি মিষ্টি। সেটা মোমবাতি, ফুল, পাখি-সহ বিভিন্ন আকারের হয়। চুটিয়ে রঙ খেলার ফাঁকে মুখে চালান হয়ে হত এই মঠ ও ফুটকড়াই। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত দোলের দিনে মিষ্টিমুখ মানেই তা অবশ্যই মঠ হতে হবে। সঙ্গে থাকত ফুটকড়াই ও তার সঙ্গে সাদা মুড়কি।

দোল পূর্ণিমায় রাধামাধবের প্রসাদের থালায় বাতাসা কদমার মাঝখানে সাজানো মন্দিরের চূড়ার আকারের মিষ্টিটাই হল মঠ। যদিও এই মঠ মিষ্টান্ন বাঙালিয়ানার কৃষ্টি না হলেও বাঙালি একে আপন করে নিয়েছে নিজের সংস্কৃতিতে। পর্তুগিজ মিষ্টি হলেও মঠ জড়িয়ে রয়েছে বাঙালি ঐতিহ্যের সঙ্গে। তবে স্বাস্থ্যের কথা ভেবে কড়া মিষ্টির মঠ থেকে মুখ ফিরিয়েছে অনেকেই। তার উপর করোনা আবহে মঠের চাহিদা নেমে যায় তলানিতে। ব্যবসা চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন প্রস্তুতকারকরা।

মঠের ইতিহাস বেশ সুপ্রাচীন। দোল পূর্ণিমায় রাধামাধবের প্রসাদের থালায় বাতাসা-কদমার মাঝখানে সাজানো মন্দিরের চূড়ার আকারের মিষ্টিটিই হল মঠ । মঠ মূলত পর্তুগিজ মিঠাই । হুগলির ব্যান্ডেল চার্চে প্রথম এই মিষ্টি প্রভু যিশুর প্রসাদী থালায় পাওয়া যায় । পরে বাঙালি ময়রারা পরম স্নেহে মঠকে বাঙালি বানিয়ে ফেলেছেন । তাকে গোলাপি, হলুদ, লাল - নানা রঙে রাঙিয়ে দোলে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলেছেন । চিনির কড়া পাক দিয়ে সেই তরল কাঠের ছাঁচে জমিয়ে বা ফুটো পাত্রের ভিতর দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ফেলে এই মঠ প্রস্তুত করা হয়। এটি ৫-৬ সেন্টিমিটার উঁচু একটি শুকনো ও অত্যন্ত পরিচিত মিষ্টি। এই মঠ তৈরির ধারা আজও বর্তমান রেখেছেন হাওড়ার উনসানি শিউলি পাড়ার স্বপন মণ্ডল ও তাঁর পরিবার।

দোলের পুজোয় আবশ্যিক হলেও মঠের চাহিদা তলানিতে। তবে আগের থেকে চাহিদা এখন অনেক কম বলে জানালেন তাঁরা। আগে এক মাস আগে থেকে দোলের মঠ প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেলেও এই বছর মঠ তৈরি হচ্ছে না, এছাড়াও ফুট কড়াই তৈরির জন্য বরাদ্দ মাত্র ৭ দিন। দোল ছাড়া বছরের অন্য কোনও সময়ে এই মঠের চাহিদা বিশেষ থাকে না । অগত্যা সংসার চালাতে দুই ধরনের বাতাসা ও সাদা মুড়কিই ভরসা এই পরিবারের। চাহিদা কম থাকায় কর্মীরাও কাজ পাচ্ছেন না। ফলে তাঁরা চলে যাচ্ছেন অন্য পেশায়। কারখানার মালিক স্বপন মণ্ডল বলেন, 'ডায়াবিটিসের আশঙ্কায় কেউ আজকাল মঠ খেতে চান না। অধিকাংশ কারীগরেরাই এখন অন্য পেশা বেছে নিয়েছেন। কারণ পর্যাপ্ত কাজ না থাকায় এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। তাই কারিগর পাওয়াটাও দুঃসাধ্য হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ ২৩ বছর এই কাজ করছি। চিনি, গুড় দিয়েই প্রধানত তৈরি হয় মঠ। তবে ৫ জন মিলে একশো কেজি বাতাসা তৈরি করতে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। মঠ, ফুট কড়াই জাতীয় খাবারের চাহিদা একেবারেই তলানিতে এসে ঠেকেছে। মানুষের স্বাদ বদলেছে। মানুষ এখন চাইনিজ ফাস্ট ফুড থেকে বেশি পছন্দ করে। তাই সারা বছর বাতাসা, মুড়কি চললেও মঠ আর তৈরি করছেন না। আগে ব্যবসা ভালো চললেও এখন ব্যবসা মন্দার দিকেই রয়েছে। ব্যবসায় লাভ এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে।' তবু এদিক ওদিক মিলিয়ে সংসার চালান তাঁরা। পাশাপাশি এই ব্যবসায় যুক্ত এক শ্রমিক বলরাম বাউড়ি বলেন, 'আমি বছরে এই সময়টাতে দিন সাতেকের জন্য আসি। আমি ফুট কড়াই তৈরির কারিগর। এখন চাহিদা সেভাবে নেই। খরিদ্দারের সংখ্যাও অনেক কম। মানুষ এখন মিষ্টি জাতীয় খাবার খেতে ভয় পায়। আগে যে পরিমান তৈরি হত এখন আর হয় না। নতুন প্রজন্ম এই পেশাতে আসতে আগ্রহী নয়। এর বিক্রির পরিমাণও কমে গিয়েছে।'

যদিও শুধুমাত্র পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখতেই এই বছর মঠ তৈরি না করলেও ফুট কড়াই তৈরি করছেন। যতদিন যাচ্ছে ততই এই জিনিষগুলো লুপ্তপ্রায় হচ্ছে বলেই দাবি স্বপন বাবুর।

একই দাবি হকার শ্যামল মান্নার, তিনি বলেন, ' দীর্ঘ তিরিশ বছর এই ব্যবসা করছি। স্বপন বাবুর কারখানা থেকে সাড়া বছর খৈ, বাতাসা, মুড়কি নিয়ে যান তিনি। যদিও এখন মঠ আর চলে না। চাহিদা নেই প্রায়। দোলের দিনে একটু বিক্রি আবার সারাবছর কোনো চাহিদা নেই। '

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৪ মার্চ ২০২৪ ১০ চৈত্র ১৪৩০ রবিবার

গার্ডেনরিচে পরিদর্শনের সময়ই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, দাবি শোভনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচের ঘটনা কলকাতা পুরনিগমের উপলব্ধি করার বিষয়। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এ বিষয়ে আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে দাবি প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র শোভনকে সরব হতে দেখা গেল কলকাতার বেআইনি নির্মাণ ও তার বিরুদ্ধে পুরনিগমের পদক্ষেপ প্রসঙ্গে। শোভন জানান, 'যা আমিও সেখানে গিয়ে বাস্তবায়ন করতে পারিনি। আর সেটা একজন ইঞ্জিনিয়র, সাব ইঞ্জিনিয়রদের পক্ষে কার্যকর সম্ভব নয়। কোনও প্ল্যান ছাড়া, সরু গলির মধ্যে পাঁচ তলা ছ'তলা বাড়ি হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আপনারা খুঁজছেন কাউন্সিলর জানেন কিনা, বিধায়ক জানেন কিনা, মেয়র জানেন কিনা। এগুলোর তোয়াক্কা তারা করে না। কলকাতায় এরকম বিশেষ কিছু জায়গা রয়েছে, যেখানে কলকাতা পুরসভার কোনও

ইঞ্জিনিয়র বা সুস্থ নাগরিক প্রতিবাদ করলে নিরাপত্তার আশঙ্কা রয়েছে।'

প্রসঙ্গত, শনিবার মধ্যরাতে গার্ডেনরিচে বাড়ি ভেঙে যাওয়ার পরই রবিবার ভোরে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন মেয়র। সেখানে এলাকার কাউন্সিলর শামসকে পাশে দাঁড় করিয়েই ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য ছিল, 'কোনও বাড়ি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে, সেটা তো কাউন্সিলরের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তিনি জন প্রতিনিধি। ইঞ্জিনিয়রদের দেখার কথা কোনটা বেআইনিভাবে নির্মীত হচ্ছে।' এদিকে এর উল্টো একটা কথাই শোনা গেল প্রাক্তন মেয়রের গলায়। এই প্রসঙ্গে শোভন জানান, 'দায়িত্ব নিতে হবে কলকাতার মেয়রকেই। কর্মীর দোষ নিশ্চয়ই। আর তা খতিয়ে দেখতে হবে। অপরাধ থাকলে সাসপেনশন হবে। কিন্তু আমি মেয়র হিসাবে এমন কিছু মন্তব্য করব না, যাতে অন্য মানে হয়। দায়িত্ব নিতে হবে। দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াটা প্রশাসকের কাজ নয়।'

কাউন্সিলর প্রসঙ্গেও তাঁর সাফ বক্তব্য, 'কাউন্সিলরের যদি বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে জানা না থাকে, তাহলে তাঁর যোগ্যতাই নেই।' পাশাপাশি তিনি জানান, ঘটনার পরই দুর্ঘটনাস্থলে এসে ব্যান্ডেজ মাথায় নিয়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলে গিয়েছিলেন, 'এটা বেআইনি।' আর এখানেই শোভনের দাবি, 'আমার পাশে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী একথা বললে আমি কিন্তু বুঝে যেতাম, তিনি কী বলতে চাইছেন। বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করার জন্য যা করার দরকার, তা করতে হবে।' প্রাক্তন মেয়রের স্পষ্ট বার্তা, বেআইনি বাড়ির বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবে কড়া পদক্ষেপ করা যায়। বাড়িগুলো ভেঙে ফেলতে হবে, সঙ্গে যাঁরা বেআইনিভাবে বাড়ি তৈরি করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ করতে হবে।

গার্ডেনরিচের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করল কলকাতা পুরসভাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন কলকাতা পুরসভাও। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে গঠিত এই তদন্ত কমিটিতে সাতজন সদস্য রয়েছেন। কমিটির চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন কলকাতা পুরসভার যুগ্ম কমিশনার। তাঁর নেতৃত্বে মোট ছয় জন প্রতিনিধি এই বিপর্যয় কারণ অনুসন্ধান করবেন। এই ৬ জন প্রতিনিধি হচ্ছেন সিভিল বিভাগের ডিজি, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ঐতিহ্য এবং পরিবেশ বিভাগের ডিজি, কলকাতা পুলিশের একজন শীর্ষকর্তা, কলকাতার বিএলআরও, কলকাতা পুরসভার বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক মুগ্ধা চক্রবর্তী। পুরসভার কমিশনার ধবল জৈন নির্দেশ দিয়েছেন ৭ দিনের মধ্যে এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা দেবে মেয়রের কাছে।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই তদন্ত কমিটির মূলত দেখবে জমিটি কার নামে ছিল এবং কোনও হস্তান্তর করা হয়েছিল কিনা তাও। পাশাপাশি যে মাপের বহুতল তৈরি করা হচ্ছিল সেটি এই জমির জন্য যথেষ্ট ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখবে এই তদন্ত কমিটি। এর পাশাপাশি বিল্ডিং প্ল্যান কে অনুমোদন দিয়েছিল, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা। কারণ এই নির্মাণ যে বেআইনি, তা মুখ্যমন্ত্রী খোদ দুর্ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে বলে গিয়েছিলেন। দমকল, সিইএসসি, কলকাতা পুরসভা সহ যে জায়গাগুলি থেকে বিল্ডিং প্ল্যান পাওয়ার কথা সেখান থেকে অনুমোদন পেয়েছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে।

গার্ডেনরিচের এই বহুতলের নির্মাণ সামগ্রীর নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। এবার তার সঙ্গে দেখা হবে এই নির্মাম সামগ্রীর মান কেমন ছিল তাও। অর্থাৎ যে সামগ্রী গুলি দিয়ে বহুতলটি তৈরি করা হয়েছিল তা যথোপযুক্ত ছিল কিনা, সেগুলির মান কী রকম ছিল, সেবিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে।

এই বিপর্যয়ের জেরে এখনও পর্যন্ত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন একাধিক। আশপাশের বস্তি এলাকার একাধিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারও বিস্তারিত তথ্যের উল্লেখ থাকবে এই রিপোর্টে। এরই পাশাপাশি পুরসভার আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠছে, সেগুলি সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হবে।

এদিকে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, বহুতলের একাধিক ফ্ল্যাট ইতিমধ্যে বিক্রিও হয়ে গিয়েছে। যে ফ্ল্যাট গুলি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল বলে দাবি করা হচ্ছে, সেগুলো কী দামে বিক্রি করা হয়েছিল, সঠিক পন্থায় বিক্রি করা হয়েছিল কিনা, তাও খতিয়ে দেখবেন তদন্ত কমিটির সদস্যরা।

নতুন করে জট জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন করে জট জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরে। জোকা থেকে বিবাদী বাগ পর্যন্ত মেট্রো লাইনে শেষ স্টেশন কোথায় হবে তা নিয়েই তৈরি হয়েছে জটিলতা। সম্প্রতি ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নয়া সিদ্ধান্ত ঘিরেই উদ্বেগে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

গত ১৫ মার্চ থেকে সাধারণ যাত্রীদের জন্য জোকা থেকে মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত পরিষেবা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই লাইনের শেষ স্টেশনই ধর্মতলায় বিসি রায় মার্কেটের নিচে হওয়ার কথা ছিল। সেই মতো স্টেশন তৈরির জন্য মার্কেটটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। কলকাতা মেট্রো এবং জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো রূপায়ণকারী সংস্থা আরভিএনএল-এর তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, বিধান মার্কেট থেকে সব ব্যবসায়ীদের অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এদিকে বিসি রায় মার্কেটের জায়গাটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের। কিন্তু সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, পুনর্বাসনের জন্য তাঁরা কোনও জমি দেবে না। বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর এলাকায় নতুন করে কোনও জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়, সেনার তরফে এমনই স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। আর সেনার এই সিদ্ধান্তেই বিপাকে পড়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। এ প্রসঙ্গে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার জানিয়েছেন, পার্পল লাইনে বিসি রায় মার্কেটে এসপ্ল্যানেড স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বিসি রায় মার্কেট বেআইনি। প্রতিরক্ষামন্ত্রক স্টেশন তৈরির অনুমতি দিচ্ছে না। তাই ব্যবসায়ীরা না শুনলে সংশ্লিষ্ট জায়গায় স্টেশন তৈরি করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই জটিলতায় ওই প্রকল্প শেষ হতে আরও বেশ কয়েক বছর দেরি হওয়ার আশঙ্কা করছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

জীর্ণ স্কুল ভেঙে নতুন ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচের একটি স্কুল বাড়িকে পুরোপুরি ভেঙে নতুন করে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। গার্ডেনরিচের মুদিয়ালি বয়েজ হাইস্কুলের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। নানা অংশ ভেঙে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে যাতে সেখানে বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে না যায়, সে জন্য স্কুলবাড়িটিকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলে সেখানে নতুন বাড়ি তৈরি করা হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে স্কুলটিকে পাশের মুদিয়ালি গার্লস স্কুলে শিফট করানো হবে। পরিবর্তন করা হবে স্কুল টাইমিংয়েরও। এই স্কুলের পরিচালন সমিতির প্রেসিডেন্ট বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৭ মার্চ এনিয়ে বিধানসভায় তিনি একটি বৈঠক ডেকেছেন। সেখানে স্থানীয় কাউন্সিলার, স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাড়াও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, মেয়র ও এলাকার বিধায়ক ফিরহাদ হাকিমের থাকার কথা।

কলকাতায় বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন। ছবি: অদিতি সাহা

প্রয়াত অভিনেতা পার্থসারথি দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা পার্থসারথি দেব। শুক্রবার রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। শনিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ অভিনেতার মরদেহ আনা হয় টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে। অভিনেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান টলিপাড়ার কলাকুশলীরা। সিওপিডির সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন অভিনেতা। তাঁর নিউমোনিয়াও ধরা পড়েছিল। সেখান থেকেই বুকে সংক্রমণ ছড়িয়ে যায়। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বাঙ্গুর হাসপাতালে অভিনেতার চিকিৎসা চলছিল। 'কাকাবাবু হেরে গেলেন', 'লাঠি', 'প্রেম আমার'-সহ একাধিক

জনপ্রিয় বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন পার্থসারথি। ছোট পর্দার জন্য 'সত্যজিতের গপ্পো' সিরিজেও অভিনয় করেছিলেন তিনি। গত বছর 'বগলা মামা যুগ যুগ জিও' এবং 'রক্তবীজ' ছবিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

পিকে-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে, মনে করেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২১-এ বিরোধীদের খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল যে বিপুল সাফল্য পেয়েছিল তার কৃতিত্বের অনেকটাই দেওয়া ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরকে। এদিকে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা জয়ের লক্ষ্যে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়েছিল বিজেপি। অন্য দিকে, আবার জোট বেঁধেছিল বাম-কংগ্রেস। যদিও বিরোধীদের যাবতীয় চেষ্টা বিফল করে দিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয় বারের জন্য রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। আর তৃণমূলের নির্বাচনী রণকৌশল থেকে শুরু করে ইস্তেহার, প্রার্থী বাছাই- সবকিছুতেই প্রশান্ত কিশোর এবং তাঁর সংস্থা আইপ্যাকের বড় অবদান ছিল বলে সেই সময় শাসক দলের তরফেই জানানো হয়েছিল। আর এই সময় থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই তৃণমূলের সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে যায় পিকে বা প্রশান্ত কিশোরের নাম।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে সেই প্রশান্ত কিশোরের মূল্যায়ন করতে গিয়েই অভিষেক দাবি করলেন, দেশে অন্যতম নামজাদা এই ভোট কুশলীকে নিয়ে যে ধরনের প্রচার হয় তা তাঁর যোগ্যতার তুলনায় বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। যা অভিষেকের ভাষায় 'ওভারহাইপড'। যদিও কেন প্রশান্ত কিশোরকে নিয়ে এমন এক মন্তব্য করলেন তাঁর ব্যাখ্যা দেননি অভিষেক।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের পরই রাজনীতি থেকে অবসরের ইঙ্গিত সুদীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন-ই শেষ নির্বাচন কি না তা নিয়ে এবার নিজেই প্রশ্ন তুলে দিলেন কলকাতা উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী বর্ষীয়ান সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচারে বেরিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'মেসির মতো মাঠ ছাড়ব।'

তৃণমূল প্রার্থীর এই মন্তব্যের পরই বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জল্পনা। যদিও তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন সদ্য বিজেপিতে যাওয়া তাপস রায়। সূত্রের খবর, শুক্রবার বেলেঘাটায় প্রচারে গিয়েছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কুণাল ঘোষও। সেখান থেকেই তিনি অবসরের ইঙ্গিত দেন। বলেন, 'আমি নয় বারের জনপ্রতিনিধি। এবার দশ বার। মেসির মতো মাঠ ছাড়ব।' শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট কর্মিসভা থেকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এও বলেন, 'ভোট থাকুক মনে। দেবেন ঘরের কোণে।'

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবসরের জল্পনা প্রসঙ্গে তাপস রায় কটাক্ষের সুরে বলেন, 'ওনাকে অবসর নিতে হবে না। মানুষই হারিয়ে অবসর করিয়ে দেবে।' এদিন, তাপস রায় বলেন, এবার উত্তর কলকাতায় নিঃশব্দ বিপ্লব হবে। তাঁর বক্তব্য, 'মানুষের মনে ভোট আছে। আর ভোট কেন্দ্রের রাখা ইভিএম-এ তা দেখিয়ে দেবে। নিঃশব্দ বিপ্লব হবে এবার উত্তর কলকাতায় আর বাংলায়।' প্রসঙ্গত, একরাশ ক্ষোভ উগরে সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়েছেন বরানগরের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায়। সেই সময় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করতেও দেখা যায় তাঁকে। তাঁর বাড়িতে ইডির তল্লাশি চালানো নিয়ে তোপ দেগেছিলেন সুদীপেরই ওপরে।

প্রতিবাদী কৌস্তভকে ভয় দেখাতে পরিকল্পনা মাফিক চুরি, দাবি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর ব্যাঙ্ক পার্কে বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীর নির্মীয়মাণ বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকালে কৌস্তভের বাবা দেখেন বাড়ির প্রধান ফটকের তালা ভাঙা। দোতলার ঘরের তালা ভেঙে ইন্টেরিয়র ডেকরেশন, স্যানিটারি ও ইলেকট্রনিক্সের সামগ্রী খোয়া গিয়েছে। কৌস্তভের দাবি, খোয়া যাওয়া সামগ্রীর বাজার মূল্য আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকার মতো। কৌস্তভ জানান, মামলার বেশ কিছু নথিপত্র গায়েব হয়ে গিয়েছে। সেটাই তাঁকে অবাক করেছে। চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে টিটাগড় থানার পুলিশ। এদিকে চুরির ঘটনার খবর পেয়ে এদিন বেলায় কৌস্তভের বাড়িতে আসেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং। সাংসদের দাবি, প্রতিবাদী কৌস্তভকে ভয় দেখাতে পরিকল্পনা মাফিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। যদিও কৌস্তভ ভয় পাবার ছেলে নয়। সাংসদের বক্তব্য, তৃণমূলে কিছু নেতা আছে যারা

অপরাধীদের প্রশ্রয় দেয়। কৌস্তভের ঘর থেকে মামলার নথিপত্র চুরি হয়ে গিয়েছে। এতেই মনে হচ্ছে, কাউকে দিয়ে এটা করানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, এক বছর আগে ব্যারাকপুরে ডাকাতিতে বাধা পেয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ছেলেকে খুন করা হয়েছিল। পুরানো ঘটনা স্মরণে এনে এদিন বিদায়ী সাংসদ বলেন, ওই ঘটনায় দু'জন নেশাখোড়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। চুরির ঘটনায়ও দু'জন নেশাখোড়কে ধরা হবে। অর্জুন সিং আরও বলেন, 'বাংলা এখন সন্দেশখালি আর গার্ডেনরিচে পরিণত হয়েছে। তবে গার্ডেনরিচে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে আয়োজিত মিছিলে সংখ্যালঘুরা সামিল হয়েছিলেন। এতেই প্রমাণিত বাংলার মানুষ এই সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে প্রস্তুত আছেন। বাকিটা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

নিউ ব্যারাকপুরে আলুর বস্তা ভর্তি ট্রাক থেকে বিপুল গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আলুর বস্তা ভর্তি ট্রাক থেকে উদ্ধার বিপুল গাঁজা। শনিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে নিউ ব্যারাকপুর থানার সোদপুর মধ্যমগ্রাম রোডের বোদাই তালবান্দার কাছে একটি অনুষ্ঠান বাড়ির সামনে। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে আলুর বস্তার ভেতর থেকে প্রায় ৬৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। গাঁজা পাচারের অভিযোগে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

আশপাশে কোনও আলুর গোডাউন নেই। অথচ রাস্তায় ম্যাটাডোর দাঁড় করিয়ে আলুর বস্তা নামানো হচ্ছিল। এতেই সন্দেহ জাগে নিউ ব্যারাকপুর থানার টহলদারি পুলিশের। পুলিশ আলু বোঝাই ট্রাকের সামনে আসতেই স্কুটি রেখে পালায় দু'জন। যদিও গাড়ির চালক বনগাঁর সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিত সাহাকে পুলিশ পাকড়াও করতে সক্ষম হয়। রঞ্জিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আলুর বস্তার ভিতর থেকে প্রায় ৬২ কেজি গাঁজা পুলিশ উদ্ধার করে। রেখে পালানো স্কুটির সূত্র ধরে ওই এলাকার বাসিন্দা রাজু মজুমদারের হদিশ পায় পুলিশ। নিজের বাড়ি থেকে পুলিশ রাজুকে গ্রেপ্তার করে। সেইসঙ্গে পুলিশ রাজুর বাড়ি থেকে আরও প্রায় সাড়ে চার কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। সব মিলিয়ে পুলিশ প্রায় ৬৬ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে বিপুল পরিমাণ গাঁজা ধৃত রাজুর বাড়িতে মজুত করার ফন্দি করেছিল। কোচবিহারের শীতলকুচি থেকে ওই গাঁজা আনা হয়েছিল। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ গাঁজা পাচার চক্রে জড়িত বাকিদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এদিন ধৃত দু'জনকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

সাইবার অপরাধে নতুন ছক, ব্ল্যাকমেইল করে অর্থ আদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রতি মুহূর্তে প্রতারণার পন্থা বদলাচ্ছে সাইবার অপরাধীরা। গত ক'দিনে রাজ্যের কয়েক হাজার মানুষ তাঁদের মেলে হুমকি বার্তা পেয়েছেন পর্ন দেখার ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হতে পারে। সবথেকে মজার কথা হল এই হুমকি বার্তা পাঠানো হয়েছে আবার ভুল ইংরেজিতে। এই বার্তায় বলা হয়েছে, 'আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোর্ট অর্ডার সম্পর্কে জেনে নিন। একদিনের মধ্যে যোগাযোগ না করলে বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সেখানে প্রেরকের পরিচয় হিসেবে লেখা রয়েছে তিনি চিফ অফ পুলিশ শুধু নন, এমনকী প্রসিকিউটর ওভার মাইনরস অ্যান্ড অফেন্সেস রিলেটেড টু সাইবার ক্রাইম। এদিকে দপ্তরের ঠিকানা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে ৮, মহিপালপুর, নিউ দিল্লি-১১০০৩৭। জানা গিয়েছে, পুরো বিষয়টাই ভুয়ো।

এই সব মেল পেয়ে ভয় বা আতঙ্কে ওই ঠিকানায় যোগাযোগ করলেই শুরু হবে প্রতারকদের খেলা। প্রথমেই তারা জানাবে, আপনি সম্প্রতি এমন কোনও ওয়েব সাইটে ঢুকেছেন বা অজানা লিঙ্কে ক্লিক করেছেন যেখান থেকে আপনার সামনে পর্ন সাইট খুলেছে। সেটি আপনি দেখেছেন। এই পর্ন দেখার সব তথ্য আপনার ইন্টারনেট আইপি অ্যাড্রেস থেকে দিল্লি পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলের কাছে অভিযোগ আকারে জমা পড়েছে। আর ওই ছবিতে চাইল্ড পর্ন ছিল, ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা হওয়ার পরে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও বেরিয়েছে। আর সেই কারণেই একজন দক্ষ পুলিশ অফিসারের পরামর্শ নিয়ে আইনজীবীর সাহায্য নিতে হবে।

তিনি আপনার সামনে আসবেন না, আপনাকেও যেতে হবে না তাঁর কাছে। শুধু মোটা টাকা পেমেন্ট করলেই অনলাইনে স্কাইপের মাধ্যমে সমস্ত মামলার ফয়সালা করে দেবেন তিনি। পুলিশ আর গ্রেপ্তার করতে আসবে না আপনাকে। সূত্রে এ খবরও মিলছে, কলকাতার বেশ ক'জন ব্যক্তি পাল্টা মেল করে বিষয়টি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করায় প্রতারকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আপনার মেল আইডি আমাদের কাছে রয়েছে। ফলে শুধু পুলিশ পাঠানোই নয়, আপনি যেখানে কাজ করেন এবং যাঁরা বন্ধুবান্ধব রয়েছে, প্রয়োজনে বিষয়টি সকলকে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়।

আর এখানেই তৈরি হচ্ছে সমস্যা। ফলে যাঁরা প্রত্যেকে নিজের সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা রাখতে চান তাঁরা এই ফাঁদে পা দিয়ে দিতে পারেন। আর এখানেই সাইবার ক্রাইম বিভাগের আধিকারিকদের পরামর্শ, কোনও ভাবে এমন মেলের জবাব দেবেন না। ওয়েবসাইট বা অন্যান্য কাজের জন্য পৃথক মেল ব্যবহার করুন।

শ্যামনগর আদর্শ পল্লিতে আত্মঘাতী দুই বোন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দুই বোনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল শ্যামনগর বাসুদেবপুর থানার কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর আদর্শপল্লিতে। মৃতদের নাম তনু কুমারী যাদব (২২) ও রেনু কুমারী যাদব (১৯)। মৃত তনু গারুলিয়া গার্লস হাই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। আর ওই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী রেনু। প্রাথমিকভাবে অনুমান তাঁরা আত্মহত্যা করেছেন। তবে কেন এই ঘটনা ঘটালেন দুই বোন, তার উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না পরিবারের লোকেরা।

তাঁদের বাবা রাজদেব যাদব জানান, তিনি পেশায় দিন মজুর। তাঁর স্ত্রী মানসিক ভারসাম্যহীন। রাতে কাজ সেরে শনিবার সকালে তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন সিলিং ফ্যানের দুটো হুকের সঙ্গে নাইলনের দিয়ে তাঁর দুই কন্যা ঝুলছে। কেন ওরা আত্মহত্যা করলো, তা তিনি জানেন না। রাজদেব বাবু আরও বলেন, দশ বছরের ছোট মেয়ে দুই দিদিকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও সফল হয়নি। ছোট মেয়ে তাঁকে জানিয়েছে, দুই দিদি ফোনে খুব কথা বলতো। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলতো, সেটা ছোট মেয়ে জানতো না। প্রণয় ঘটিত কারণ নাকি পারিবারিক কোনও সমস্যার কারণে দুই বোন আত্মঘাতী হয়েছে , তা খতিয়ে দেখছে বাসুদেবপুর থানার পুলিশ। দুই বোনের মোবাইল ফোন ঘেঁটে পুলিশ ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা করছে।

সম্পাদকীয়

ইংরেজি জানা মানুষকে বিদ্বান ভাবার মতো ঔপনিবেশিক সমীহকে বর্জন করলে ভাষা বাঁচবে

বাংলা ভাষার বৈচিত্রকে আমরা স্বীকার করি না। সরকারি অফিসে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কর্মচারীরা নিজেদের কথোপকথনে গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করেন। তাঁদের প্রতি কলকাতার বাবুদের অপরিসীম অবজ্ঞা দেখেছি। যদিও তাঁরা তা উপেক্ষা করেন। তাঁরা যে কলকাতার বাংলায় অদক্ষ, তা নয়। তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের ভাষায় কথা বলে তৃপ্তি পান। আমরা এমন মানুষদের শ্রদ্ধা করি না, অবজ্ঞার যোগ্য, 'অশিক্ষিত' বলে মনে করি। ভাবনার এত দুর্বলতা ক্ষমা করাও অন্যায়। সব মানুষই চিন্তাভাবনা করে নিজের ভাষায়, অর্জিত ভাষায় তার ঠিক কুলায় না, প্রকাশ যে ভাষাতেই হোক না কেন। যে বাংলা ভাষায় আমাদের সাহিত্য ও কবিতা রচনা হয়, পত্র লেখা বা সরকারি কাজকর্ম হয়, কথ্যভাষা হিসেবে সেই ভাষার দাপট বেশি দেখা যায়। অবশ্য সেই দাপটও ক্রমশ ম্রিয়মাণ ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষার দাপটে। তাই বাংলা ভাষাকে বাঁচাতে হলে আঞ্চলিক বাংলাকে সেই অঞ্চলের অন্তত কথ্যভাষা হিসেবে সমীহ করতে হবে। এই বৈচিত্র থেকে শক্তি আসবে। এর ফলে শুধু ভাষাগত নয়, আঞ্চলিক বিবিধ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে এক একতাবোধের বাতাবরণ সৃষ্টি হবে। ইংরেজি ভাষার ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। তা ছাড়া ইংরেজি ভাষা প্রায় বিশ্ব ভাষা। ইংরেজি জানলে অনেক লাভ, সে কথা সত্যি। কিন্তু শুধুমাত্র ইংরেজি জানা মানুষকে বিদ্বান ভাবার মতো ঔপনিবেশিক সমীহকে বর্জন করতে না পারলে আমাদের হীনম্মন্যতা যাবে না। ভাষা যদি তার ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে, সমাজ জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে ভাবনার বিকাশ ব্যাহত হবে। বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত হয়েছে, কিন্তু কোনও কার্যকর ব্যবস্থা করা হয়নি। এই রাজ্যে যে এক জন ভাষামন্ত্রীর দরকার, এ কথা বহু বার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে বলতে শুনেছি। পশ্চিমবঙ্গের রূপকাররা এই প্রস্তাবকে আমল দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি।

আনন্দকথা

সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে আর জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুর! কি করে সাধনা করব, বলুন?' গুরু বললেন, 'এই মন্ত্র জপ কর, আর কারও হিংসা করো না।' ব্রহ্মচারী যাবার সময় বললে, 'আমি আবার আসব।'

''এইরকমে কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কামড়াতে আসে না! ঢ্যালা মারে তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হয়ে গেছে। একদিন একজন রাখাল কাছে গিয়ে ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে তাকে আছড়ে ফেলে দিলে। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, আর সে অচেতন হয়ে পড়ল। নড়ে না, চড়ে না। রাখালেরা মনে করল যে, সাপটা মরে গেছে। এই মনে কর তারা সব চল গেল।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

ক্রুনাল পান্ডে

১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক প্রহ্লাদ কক্করের জন্মদিন।*
১৯৭৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ইমরান হাশমির জন্মদিন।*
১৯৯১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ক্রুনাল পান্ডের জন্মদিন।*

বলছি সোশ্যাল মিডিয়ার নগ্ন দিকের কথা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

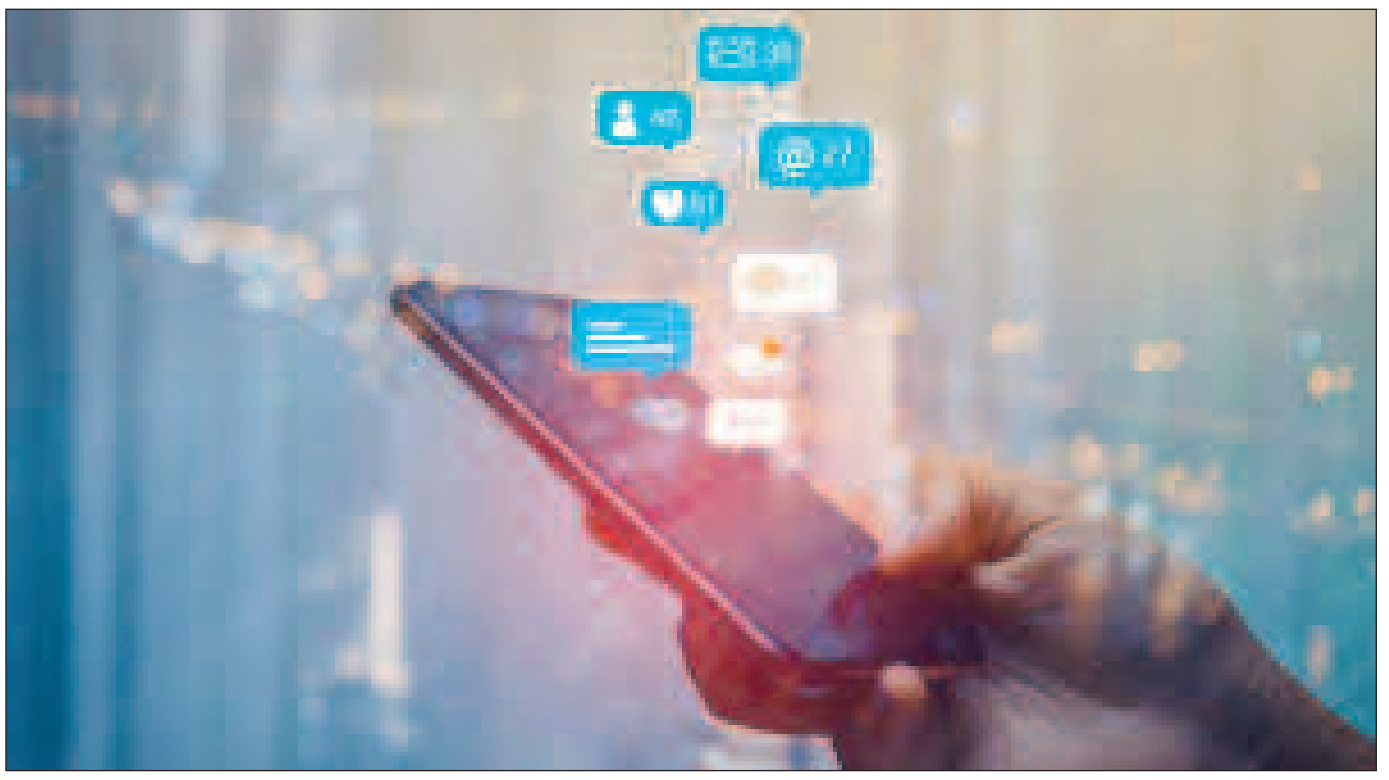

এখন একটা ভয়ানক সময় এসেছে। রয়েছি এক ভয়ানক নগ্নতার দরবারে। আসলে এক শ্রেণীর মানুষের জন্যে বদনাম হচ্ছে বহু মানুষ। বদনাম হচ্ছে মেয়েরা। আপনাকে সব দেখাতে হবে-ছলে বলে কৌশলে। দৃশ্য দূষণ হচ্ছে ক্রমেই। ভাইরাসের মতো তা ছড়িয়ে পড়ছে গোটা সমাজে। সমাজ বিনষ্ট হচ্ছে। এই দায় কার? আমরা কেনো অসাধু পথ বেছে নিচ্ছি — তা ভাবনার সময় এসেছে। আমাদের দায়িত্ব কিন্তু অনেক। আমরা যা যথাযত পালন করতে পারছি না। আমরা সহজে নাম-টাকা করতে চাইছি। না সেটা হয় না। কোনোভাবেই শর্টকাট এ কিছু হয় না।

আজ বলছি সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে। কি চলছে সেখানে। ফেসবুক,ইনস্টাগ্রাম, টুইটার কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলবো। ভিডিও করার প্রবণতা নিয়ে কি উল্লাস চলছে সর্বক্ষণ। কেউ কিছু পরোয়া করছে না। না, কোনোই নিয়ন্ত্রণ নেই। যে যেভাবে পারে বাজার গরম করছে। মানে যে যেমনভাবে পারে নিজেকে পণ্য করছে। এটা করছে একশ্রেণীর মানুষ। ওরফে অমা ...। আর আরেক শ্রেণীর মানুষ তা রীতিমত গোগ্রাসে খাচ্ছে। ভালোভাবে গিলছে ও। আর এটা চলেছে যতক্ষণ না তার পেট ভরে। ভুল বললাম। মন ভরে। কারণ মনের খিদে যে মারাত্মক। আপনি চাইলেও তাকে আটকাতে পারবেন না। এটা একটা কালচার এ পরিনত হয়েছে। কথায় আছে যা সহজে পাওয়া যায় তা সহজে হারায়। যা ভুলে গেছে এক শ্রেণীর মানুষ। তাই তারা ঢাকাতে বিশ্বাসী নয়,বরং মেলতে উৎসাহী। মানে খোলা তে বিশ্বাসী। এভাবেই তারা হতে চান সেলিব্রিটি। কিন্তু তা কি এত সহজ? আপনি মিলিয়ন ভিউ পেলেও তা সম্ভব নয়। কারণ আপনি যা অর্জন করেছেন তা খুব চিপ ভাবে। আপনি সেটা নিজেও জানেন। কিন্তু মানেন না। মানে সমাজের কাছে যা দেখান সেটা আপনার মুখোশের আড়ালের ছবি নয়। তাও আপনি তা করবেন। কেনো করছেন তা আপনি জানেন। আপনার সহজ উপায়ে পয়সার দরকার। এই সাইড গুলি খুব ব্যবসা করছে। আর আপনি তার কাছে খুব সহজে পণ্য হচ্ছেন। কি ভাবে হচ্ছেন চলুন তবে তার গল্পো করি।

আমার বাড়ি থেকে দেখা যায় ওর বাড়ি। ভালো ঘর। ভালো পরিবার। ছোটবেলা থেকে দেখেছি। একজন বিখ্যাত বাবার মেয়ে। দেখতে খুব সুন্দর। ভালো কথাবার্তা। তুখোড় লেখাপড়ায়। ছোটবেলা থেকেই। ছোট থেকেই চিনি। এখন অনেকটা বড় হয়েছে। ভালো স্কুল ভালো কলেজ শেষে এখন চাকরির সন্ধানে। ওর বাবার ইচ্ছা মেয়ে একটা ভালো চাকরি করুক। নিজের পায়ে দাড়াক। চেষ্টা করুক। ইচ্ছা মেয়ে স্বনির্ভর হয়ে বিয়ে থা করুক। কারণ সেলফ ডিপেন্ড হওয়া মেয়েদের খুব দরকার। মধ্যবিত্ত চিন্তা এর থেকে আর কিই বা বেটার হতে পারে। বাপের ভাবনায়-ই মেয়ের ইচ্ছা। ভালো মন্দ জ্ঞান তার প্রখর। আজকালকার ভন্ডামি দেখলে তার বিরক্ত লাগে। জাস্ট সে নিতে পরে না। ওর মাকে সে কথা বহুবার জানিয়েছে। মা তার ভালো বন্ধু। ইচ এন্ড এভরিথিং সে মাকে শেয়ার করে। মা ও হ্যাপি। এটা ভেবে খুশি হয় যাক মেয়ে আমার এখনকার মত হয় নি। দারুন খবর। মায়ের মারফত বাপ পর্যন্ত যায়। জেনে ভীষণ খুশি হয়- এই তো আমার মেয়ে।

অফিসে সেদিন কাজের চাপ কম ছিল। কথায় কথায় নানা কথা হচ্ছিল। হতে হতে এখনকার সময়ের কথা হচ্ছিল। এক কলিক উনাকে বললো আপনার আর কি চিন্তা। আপনার মেয়ে তো আপনার মতোই হবে। এত সুন্দর মাকস নিয়ে পাশ করলো। চাকরি পাওয়া তো এখন জাস্ট সময়ের অপেক্ষা। উনি উত্তর দিল- দেখা যাক কি হয়! বরাবরই উনি একটু ডাউন তো আর্থ। নিজেকে বা পরিবারকে নিয়ে বড়াই করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। এমন সময় আরেক কলিগ বললো আমারটা হয়েছে আপনার মেয়ের ঠিক উল্টো। সারাদিন মোবাইল ঘাটছে। কি যে পায় কে জানে। কত রাত অবধি ওই মোবাইলের নেশা যেনো ওকে ছাড়ে না। ভয় লাগে আজকাল যা দিনকাল পড়েছে। কি সব যে ভিডিও আর ছবি পোস্ট করে ভগবান জানে। আরেকজন বলে, দেখুন দেখুন — কথা বলতে বলতে মোবাইল টিক টিক শব্দ হয়। এই দেখুন এটা কোনো ছবি হলো। কিভাবে যে এরা এই পোশাক পরে কে জানে! এই বলে এগিয়ে অনেক দেখায়। এতক্ষণে এই বিখ্যাত মানুষটির চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। একের পর এক ছবি। ক্লিক করে। কি সব ভিডিও। এ কি! ভয়ানক অস্বস্তি কেমন বেঘোরে লাগে ওনার। চোখ মুখ অন্ধকার দেখে। সকলে 'কি হলো ' 'কি হলো ' বলে এগিয়ে আসে। ইয়েস প্রায় সেন্সলেস হয় মানুষটি। ওনার চোখে মুখে জল ছেটানো হয়। স্বস্থিত ফেরে। তাও কাউকে জানতে দেইনি ওই নগ্ন ছবি ও ভিডিও আসলে তার নিজের মেয়ের।

পরের ঘটনা জনা নেই। বাকিটা সহজেই অনুমেয়। কোথায় আছি আমরা! এ রকম হাজার হাজার ঘটনা হয়তো আপনারও জানা থাকতে পারে। সুতরাং আপনি রক্ষা করবেন কিভাবে তাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। কে কখন কি ভাবে যে এই ফোবিয়ায় জড়িয়ে পড়ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সব থেকে বড় কথা হলো যে মেয়েরা এটাই খুব তাড়াতাড়ি জড়িয়ে পড়ছে। এমনিতেই প্রায় সকলে একটা সুন্দরী কম্পিটিশনে জড়িয়ে পড়েছে তারপর এরকম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পেলে তো আর কোনো কথা হবে না। নিজেকে সামলানো তাই বড় দায় হয়ে পড়ে। আর এই পাকে সব থেকে বেশি মেয়েরা বেশি মজে। পয়সা থেকেও নিজেকে সেলিব্রিটি ভাবটা এখন কি বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এভাবে কিছু হয়? মনে হয় কিছু হয় না। একজনকে বহু তপস্যায় একটা নাম করতে হয়। কত কাহিনী থাকে তার পেছনে। আর আপনি আমি কিভাবে ধরে নিলাম যে একটা ডিজিটাল বা সোশ্যাল মিডিয়া আপনাকে রাতারাতি হিরো করে দেবে। না,তা হয় না। তাই মনে করি যেমন ওঠা যায় তেমনই নামাও যায়। আর সময় খুব ক্ষণস্থায়ী।

সুতরাং এখন একটা ভয়ানক সময় এসেছে। রয়েছি এক ভয়ানক নগ্নতার দরবারে। আসলে এক শ্রেণীর মানুষের জন্যে বদনাম হচ্ছে বহু মানুষ। বদনাম হচ্ছে মেয়েরা। আপনাকে সব দেখাতে হবে-ছলে বলে কৌশলে। দৃশ্য দূষণ হচ্ছে ক্রমেই। ভাইরাসের মতো তা ছড়িয়ে পড়ছে গোটা সমাজে। সমাজ বিনষ্ট হচ্ছে। এই দায় কার? আমরা কেনো অসাধু পথ বেছে নিচ্ছি — তা ভাবনার সময় এসেছে। আমাদের দায়িত্ব কিন্তু অনেক। আমরা যা যথাযত পালন করতে পারছি না। আমরা সহজে নাম-টাকা করতে চাইছি। না সেটা হয় না। কোনোভাবেই শর্টকাট এ কিছু হয় না। আজ আমি শুধু নগ্নতার বিষয় সংক্রান্ত ছবি/ভিডিও এর কথা বললাম। অন্য অনেক ভিডিও বা ছবির কথা বলা যায় — যা সত্যিই ভালো। অনেক অনেক ভালো। আমাদের ভালোর ভাবনায় অনেক কিছু ঘোরে। আর সেটা নিয়ে মাতামাতি করতেই পারি। এমন অনেক ভিডিও বা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখানো হয় যা সত্যি প্রশংসনীয়। তার লাইক বা কমেন্ট কম কিছু নয়। তাই অনুরোধ — যা করুন ভেবে এবং খেটে। এতে সমাদর কিছু কম হয় না। গোটা সমাজ যা দ্বারা উপকৃত হয় সহজেই। এটা কম কথা নয়। আপনি জানেন কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। আপনার বিবেক জানে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। তবে আপনি কেনই ভুল বা অসাধু পথকে বেছে নিচ্ছেন? কেনো নিজেকে পণ্য করছেন ?কেনো বাজার তৈরি করছেন? কেনো সেই বাজারে নিজে বিক্রি হচ্ছেন? এ রকম অনেক 'কেনো ' আছে--যার কোনো সঠিক উত্তর নেই। উগ্রদের কাছে উত্তর আছে-- আমি স্বাধীন। আমার ছাড়পত্র আমি নিজে। বলতেই পারেন সমাজে অনেক কিছুই আছে যা ঠিক নয়। অনেকে বলতেই পারেন এটাও একটা আর্ট। অনেকে বলতেই পারেন যদি এটা পাশ্চাত্য হতো তবে বলা বা ভাবা কি সম্ভব হতো! অনেকে বলতেই পারেন তবে কেনো এসব এত চাহিদা? যার যা চলছে তা মিথ্যা হতে পারে না। যা ব্যবসা করে তাতে ক্ষতির কি আছে। না এসব যুক্তি একেবারে অচল। তবুও ভালো — মেয়েরা এই ব্যাপারে গর্জে উঠছেন। তারা তাদের ক্ষোভের আগুন নারী সমাজ ওরফে গোটা সমাজে অন্তত কিছু ভালোর আশায় করছেন। এটা কম কথা নয়। সরকারকে এ ব্যাপারে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকতেই হবে। নিজেকে জাগান। ভালো ভাবুন। ভালো চিন্তা করুন। আপনার বোধের উদয় ঘটান। কি পারবেন না? নিশ্চয় পারবেন। আসুন না আমরা আমাদের শুভ বুদ্ধিতে সর্বদা সজাগ থাকি সুস্থ মনুষ্যত্ব রক্ষার তাগিদে।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

বসন্তের প্রভাতে বসন্ত উৎসব

সুবল সরদার

দোলে বসন্ত আসে দখিণা বাতাসে ভেসে কোকিলের ডানা মেলে। দোল উৎসব মানে শুধু রঙ মাখার দিন। ভালোবাসার দিন। বসন্তের বাতাসে লাগে দোলের মাদকতা। ভালোবাসার রঙ বাতাসে ভাসে রঙ মশলা নিয়ে। দু'হৃদয়কে জুড়ে দেয় রঙে রঙে মিলে। তাই দোল (বসন্ত) উৎসবকে ভালোবাসার খেলা বলে। বসন্ত উৎসব দু'মনের মিলন খেলা বলে এতো মধুর হয়। ভালোবেসে, রঙ খেলে ঝুলনে দোলে দোদুল! ঋতু চক্রের পথ বসন্তের সোনালী প্রভাত দোল খেলে রঙের উৎসবে। সাতটি রঙ বিভাজিকা হয়ে বর্ণে বর্ণে কখন মিলিয়ে যায় বর্ণালী হয়ে শরীর থেকে শরীর ছুঁয়ে, মন থেকে মন ছুঁয়ে।

রঙ মেখে দোল খেলে দূর হয় আমাদের গোল, ভাঙ্গে আমাদের ভুল। এমন দিন মাখবো রঙ , খেলবো হোলি শুধু তোমার সনে সখি। দোল আমাদের নান্দনিক মনের বহিঃপ্রকাশ। তাই দোলে পরিবর্তনের ছাপ আসে আমাদের মনে সৌন্দর্যের রূপ হয়ে । নানা রঙের রঞ্জিত মিলন মেলা হয়ে ওঠে। আবিরে আবিরে মুখে ছবি আঁকে। সে লেখে —আই লাভ ইন্ডিয়া, আই লাভ ইউ । এভাবে দোল ভাষা হয়ে ওঠে, মনের কথা বলে। সে বলে — এসো হে প্রিয়, কাছে, আরও কাছে। মনে রঙ লাগে। দোল খেলে ঝুলনে ঝোলে। মন মাতানো সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রকৃতি থেকে মনে। তখন ভাষা হয়ে ওঠে কবিতা। তখন মন হয়ে ওঠে প্রেমিক। তখন কুজনে কুজনে সুজন কুঞ্জবন খেলি হোলি। পলাশ রাঙা হোলির ভাষা অলির কথা মিষ্টি সংলাপে ভরা । আলাপে প্রলাপে সংলাপে শুধু রঙ খেলা। প্রকৃতি দোল খেলে শাল-পলাশের বনে লালে লাল হয়ে উঠে। স্থান- কাল -পাত্র জুড়ে বিশ্বময় এমন প্রেমের খেলা অপার অপার্থিব আনন্দ দান করে। এমন মর্মস্পর্শী, বিশ্বজনীন আবেদনময় উৎসবের বিকল্প উৎসব শুধু দোল।

রাধা কৃষ্ণের দোল খেলা- দৈবিক উৎসব থেকে কখন লৌকিক, মানবিক উৎসবে পরিণত হয়। বিশ্বাস, ঐতিহ্য, পরম্পরার উৎসব দোল। দোল, হোলি, বসন্ত উৎসব বিভিন্ন নামে দোল উৎসব পালিত হয়। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ নাথ ঠাকুর শান্তি নিকেতনে বসন্ত উৎসব পালন করেছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে ঠাকুর বাড়ির জোড়াসাঁকো থেকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির, কলেজে কলেজে ছাত্র ছাত্রীরা বসন্ত উৎসবে মেতে ওঠে। বিনি সুতোর মালার মতো বসন্ত উৎসব ছাত্র জীবনে ভালোবাসার মালা গাথে। বসন্ত উৎসব ছাত্র জীবনের এক মহান বন্ধন, অরুণ-বিমল-কিরণের মতো সোনালী প্রভাতের আলো যা সারা জীবন মনে থাকে । এমন রঙ্গীন উৎসব সারা জীবন রঙ্গীন করে রাখে। বসন্ত উৎসব ছাত্র জীবনের কবিতা রোমান্সে ভরা নষ্ট্যালজিক কখনো বা বিরহ শোকে গাঁথা।

বাসন্তী পুজোর সেকাল একাল

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

বসন্তকালে তাঁর আবাহণ হয় বলে এই পুজোকে বাসন্তী পুজো বলা হয়। এই সময় গাছের পাতা সবুজ হয়ে ওঠে। গাছে গাছে কোকিলের কুহুতান শোনা যায়। মাটি সবুজ হয়ে ওঠে পাতা-পল্লবে। যেন সবুজ আকাশ শামিয়ানার মতো মাথায় টাঙ্গিয়ে দিয়েছে কেউ বলে মনে হয়। মহারাজ সুরথের আমলে প্রথম বাসন্তী পুজো হয়। এছাড়াও পালরাজা সেনরাজাদের আমলে বাসন্তী পুজো হতো। বাসন্তী পুজো হতো আন্দুল রাজবাড়িতেও। সাড়ম্বরে বাসন্তী পুজো হতো সম্রাট আকবরের পত্নী যোধাবাই-এর আমলে। বাসন্তী পুজো আসলে দুর্গাপুজোরই আর এক রূপ। আশ্বিন মাসে দুর্গাপুজো আসলে অকালবোধন। কারণ পুরাণ মতে ওই সময় ঈশ্বরেরা ঘুমিয়ে থাকেন। বাসন্তী পুজোই প্রকৃতই দুর্গাপুজো। আমাদের হীরাপুর গ্রামেও বাসন্তী পুজো হয় সাড়ম্বরে। এই সময় নতুন আম্রপল্লবে সজ্জিত হয় ঘরবাড়ি। রাস্তাঘাট গুলো জল দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করা হয়। দোকানগুলো চুনকাম করা হয়। এই পুজোয় আধ্যাত্মিক দিকটা আসল তবে বিনোদনের দিকটাও মোহিত করে রাখে সকলকে। পাড়ায় পাড়ায় সাংস্কৃতিক উৎসব হয়। আমাদের গ্রামে ধূপ, ধূনো, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো হয়, আরতি হয়, আরাধনা হয়। আমাদের পাড়ার স্টেজে রূপসা মুখার্জি, অনুষ্কা মুখার্জিরা নৃত্য পরিবেশন করে। বেশ সুরুচি সম্পন্ন নৃত্য। আবৃত্তি করে অপরূপ চাওলা। শিল্প সংস্কৃতি মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এই উৎসবের একদিকে বিনোদন অন্যদিকে আত্মনিবেদন সব মিলেমিশে মনে হয় চিরায়ত।

পুস্তক পরিচয়

ভালবাসার জল বসে যায়

সমরেশ মণ্ডল

একদিন শব্দের ভিতর গল্প, গল্পের ভিতর চিত্র, চিত্রের ভিতরে নাট্য উপাদানের রসদে ভরপুর মলয় ঘোষের জীবনে গভীরভাবে পা রাখলেন কবি কবিরুল ইসলাম এবং মনুজেশ মিত্র। আলো ছায়ার জীবন তো প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ঘটনা তথাপি কবি মলয় ঘোষের জীবনালেখ্যে সুসংঘটিত রূপে আসার ফলে তার নাটকীয়তার স্বাভাবিক অবস্থান জীবন জোড়া হয়ে যায়। কুমার রায়, বিভাস চক্রবর্তী, ব্রাত্য বসুদের সঙ্গে সুপরিমিত সংযোগ স্থাপন হওয়ায় তার পত্রিকাও নাট্যসংস্থার সঙ্গে সমোচ্চারিত শব্দের মতো হয়ে গেছে 'ইলোরা'! নাটকের সঙ্গে আভূমি জড়িত মলয় ঘোষের যে কবিতা -বিস্মৃতি আসেনি, তার প্রমাণ সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ, 'সঞ্চিত দুঃখের কথা'!

লয়ের পরিবারের সদস্যরা নাটকেরও কুশীলব। কবিতারও। রেইনি চৌধুরী এই বইয়ের প্রচ্ছদ রচনা করেছেন, কবিতায় এসে গুছিয়ে বসেছে ছেলে সপ্তক। নাটক যেমন একাকির শিল্প না, কবিতাও হয়ে উঠেছে যৌথ মহড়া ক্ষেত্র

'সাতরঙা রামধনু গান সাত সুরে/মনের গভীরে কিম্বা মন থেকে দূরে/ ভেঙে যায় চরাচরে চেনাজানা ছক/ প্রাণের ভিতরে বাজে অনন্ত সপ্তক।' অথবা

'ছোট সেই গ্রামখানি খ্যাতির আড়ালে/ শাপলা ফুলের পাশে এই রেইনির মুখ/বাড়ির উঠোন জুড়ে শিউলির মেলা/তখন বুকের মাঝে গভীর অসুখ!' কবিতার ভিতরে সংসার তথা নাট্য সদস্যরা যেমন উঠে এসেছে, উঠে এসেছে বর্ধমানের গ্রাম, যেখান থেকে বোলপুর শহরে উঠে এসেও স্মৃতি তাড়িত।

'ঘুঘুপাটির পাশে ওই যে বাতানগড়ের মাঠ /শরৎকালের হাওয়া লাগা ওই যে কাশের বন/ থমথমে কেন যে আজ এদিকে এ তল্লাট/ এত দূর গ্রামের রাস্তা পৌঁছব কখন?'

এই গ্রামের পথে যে মোহর ছড়িয়ে আছে তাও উঠে আসে অনায়াস দক্ষতার ছন্দ মিলে 'আলতো চলায় আলোর ধুলো/ ওইটুকুতেই হৃদয় ছুঁল। (বৈষ্ণবী)

এই যে বিভিন্ন পর্দায় ছবি ও সুরের খেলা, কোথাও তো ক্লান্তি জাগে তখন কণ্ঠ থেকে উঠে আসে বাস্তব প্রেক্ষিত, জীবনের পথে ভালোবাসার জল বসে যায়। তখন কবি, নাট্যকার, শিক্ষক মলয়কে আফশোশ করতে শুনি 'এক পাশে কবিতা হারিয়ে/কবি রোজ ধীর পায়ে হাঁটে/অন্য পাশে ভুল দিয়ে গড়া/জীবনের বেলা ক্রমে কাটে।'

এক সুন্দর স্বাভাবিক স্রোতে আঠাশটি কবিতার মুগ্ধ উচ্চতায় বাঁধা কবিতার বই হাতের কাছেই রাখতে হয়।

সঞ্চিত দুঃখের কথা
মলয় ঘোষ
ঈশপ, বিষ্ণুপুর
পঞ্চাশ টাকা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ইংরেজবাজারে বিজেপির নির্বাচনী প্রচার বিষয়ক সেমিনার

মোদির উন্নয়নমূলক নানা দিক আলোচনা করলেন বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালিয়াচক এবং বৈষ্ণবনগরের বিভিন্ন এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ এখনো অসম্পূর্ণ রয়েছে। শনিবার একটি সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্র সরকারের সম্পর্কে বললেও স্থানীয় কংগ্রেস দলের সাংসদের বিরুদ্ধেই ব্যর্থতা প্রসঙ্গ তুলে ধরেন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। সীমান্তবর্তী এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি সরাসরি দক্ষিণ মালদার বর্তমান কংগ্রেস সাংসদকেই দায়ী করেছেন।

দক্ষিণ মালদার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বলেন, বাচ্চা না কাঁদলে মা ও দুধ দেয় না। মালদা দিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস চালানোর জন্য দুইবছর ধরে আমরা চেষ্টা চালিয়েছি। তারপরে সেই সুপারফাস্ট ট্রেন মিলেছে। কাজেই দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সংসদ খোলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে কোনওদিনই পার্লামেন্টে প্রস্তাব রাখেননি। তাহলে কি করে কেন্দ্র সরকার সমস্যার বিষয়টি জানতে পারবে? একজন জনপ্রতিনিধিকে তার এলাকার সমস্যা অবশ্যই তুলে ধরতে হবে। তিন হাজার কিলোমিটার দূরে দিল্লিতে বসে থেকে সরকার কি করে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার সমস্যা বুঝবে? তাই আজও দক্ষিণ মালদার সীমান্তবর্তী অনেক এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। ফলে

চোরাকারবার বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

শনিবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরের ঘোড়াপীর এলাকা সংলগ্ন একটি তিনতারা হোটেলের রেস্তোঁরায় বিজেপির নির্বাচনী প্রচার নিয়ে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। সেই সেমিনারের নাম দেওয়া হয় 'মোদি অ্যাট দি রেট অফ থ্রি পয়েন্ট জিরো'। যেখানে নতুন ভোটার, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া থেকে যুব সমাজকে নিয়েই রেস্তোঁরার মধ্যেই মোদির উন্নয়নের মূলক কাজের আলোচনা করা হয়। কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিগত দিনের কার্যক্রম নিয়ে ৪২ মিনিটের একটি ভিডিওগ্রাফিও তুলে ধরা হয়। এদিন এই কর্মসূচির আগে সাংবাদিক বৈঠক করেন দক্ষিণ মালদার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। সেখানেই তিনি দক্ষিণ মালদার সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া ইস্যু নিয়েই স্থানীয় কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরির তুমুল সমালোচনা করেন। শুধু সীমান্ত সমস্যায় নয়, গঙ্গা ভাঙন, রেশম ব্যবস্থা, বিড়ি শিল্প এরকমই একাধিক ইস্যু নিয়ে দক্ষিণ মালদার বর্তমান কংগ্রেস সাংসদের কড়া ভাষায় নিন্দা করেন।

বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বলেন, গত ১০ বছরে এই দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস সাংসদ ক্ষমতায় থেকে এতটুকু উন্নয়নমূলক কাজ করেননি। প্রতিবছরই গঙ্গার ভাঙন হচ্ছে। বহু মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ছেন। কিন্তু সাংসদ কোনদিনও পার্লামেন্টের অধিবেশনে ভাঙন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাই করেনি। এছাড়াও দক্ষিণ মালদার অন্তর্গত কালিয়াচকের রেশম এবং বিড়ি শিল্প সঙ্গে লক্ষাধিক মানুষ যুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি আম উৎপাদন ক্ষেত্রে মালদার নাম রয়েছে দেশজুড়ে। কিন্তু এগুলোকে উন্নত করার ক্ষেত্রে কংগ্রেস সাংসদের কোনও ভূমিকা নেই। তিনি কোনওদিন তার এলাকার সমস্যা পার্লামেন্টে জানাননি। কেন্দ্রের কাছেও তুলে ধরেননি। মানুষ এ বিষয়ে জানতে চাইছে তাই আমরা এই ভাবেই ডিজিটাল পদ্ধতিতে নির্বাচনী প্রচারে তুলে ধরছি।

যদিও এদিন তৃণমূল নয়, পুরো সাংবাদিক বৈঠকেই বর্তমান দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধেই কড়া ভাষায় সমালোচনা করে গিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তবে তৃণমূল যে এতদিন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস সাংসদের উদাসীনতা ও ব্যর্থতা নিয়ে যে সমালোচনা করে আসছে, সেই সুরই এদিন শোনা গেল দক্ষিণ মালদার বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর মুখে।

লোকসভা ভোটের সময় তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরে বন্ধ পার্টি অফিস

অস্বস্তিতে গোঘাট তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: লোকসভা ভোটের ঢাকে ইতিমধ্যেই কাঠি পড়ে গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মাঠে ময়দানে জনসংযোগ করছে। এই রকম পরিস্থিতিতে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চাঞ্চল্য আরামবাগ মহকুমার গোঘাটে। গোঘাটের বালি অঞ্চলে রাজ্যের শাসক দল তৃনমুল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয় বন্ধ হয়ে যায় তৃণমূল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে। আদি ও পুরনো কর্মীদের সঙ্গে নব্যদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জন্যই বালি অঞ্চলে একের পর এক পার্টি অফিস বন্ধ হতে চলেছে বলে অভিযোগ তৃণমূলেরই একাংশের। তাদের দাবি, বেশিরভাগই সিপিএমের ছেলেদের নিয়ে দল করছে তৃণমূল। তাই কার্যালয় খোলার লোক নেই। জানা গেছে, বালির অঞ্চলের মিশন মোড়ে ঝড় চকচকে তৃণমূলের পার্টি অফিস গড়ে ওঠে। বর্তমানে চাবি দেওয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বাম আমলে শহিদ তৃণমূল কর্মীর মূর্তি পার্টি অফিসের সামনে তৈরি হলেও সেটি ধুলো

বালিতে অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওই শহিদ তৃণমূল কর্মীর নাম মদন চক্রবর্তীর। তিনি বাম আমলে খুন হন বলে অভিযোগ। তাঁর গলায় মালাটিও বর্তমানে শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে। তৃণমূল গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরে তৃণমূল শহিদও ব্রাত্য হয়ে রয়েছেন। কোনও মর্যাদাই দেওয়া হচ্ছে না তাকে। এই বিষয়ে গোঘাটের বিজেপি নেতা রাজু রানা বলেন, এখন তৃণমূল কংগ্রেসের দৈন্যদশা চলছে। গোঘাটের তৃণমূলের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। লোকসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী জিতবে। যদিও বর্তমান তৃণমূল নেতৃত্ব পার্টি অফিস বন্ধের বিষয় এবং গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কথা মানতে অস্বীকার করে। তাদের সাফাই সকলে ভোট প্রচারে ব্যস্ত তাই পার্টি অফিস খোলা হচ্ছে না। কিন্তু কার্যালয় ছাড়া কিভাবে কর্মীরা ভোট প্রচার করে। কিভাবে দলের কাজ করেন সেই উঠছে প্রশ্ন? এই বিষয়ে গোঘাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্চিত পাখিরা বলেন, কোথাও পার্টি অফিস বন্ধ নেই। সবাই ভোট প্রচারে ব্যস্ত আছেন।

নির্বাচনী তাপ ভুলে বইমেলায় মেতে শ্যামপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: দেশে লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। এখন চলছে, কোড অফ কন্ডাক্ট রুল। লোকসভা নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি এ রাজ্যেও নিজেদের মতো ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু করেছে। বাদ যায়নি হাওড়ার উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রটি। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ বিধানসভা ভিত্তিক কর্মী সভা, মিছিল করছেন। দেওয়াল লিখন চলছে বিভিন্ন জায়গায়। তবে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি, সিপিএম কংগ্রেস এবং আইএসএফ এখনো প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। মোটের ওপর এই সময়ে উলুবেড়িয়া লোকসভা এলাকায় ভোটের বাদ্দি ঢিমে তালে বাজছে। এর কারণ হিসেবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে একদিকে রমজান মাস, অন্যদিকে উলুবেড়িয়া এবং হাওড়া, এই দুটি লোকসভার নির্বাচন আগামী ২০ মে। ফলে অনেকটা সময় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এইসবের মধ্যেও রাজনৈতিক তাপ উত্তাপহীন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্র এলাকার শ্যামপুর। রাজনৈতিক তাপ ভুলে শ্যামপুর এখন মেতে রয়েছে, বইমেলাকে কেন্দ্র করে। জানা গিয়েছে, শ্যামপুর শহরের শ্যামপুর ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বইমেলা। এই মেলায় প্রচুর বইয়ের সমাহার রয়েছে। বলাই বাহুল্য বইমেলায় ভিড় হচ্ছে দেদার। স্কুল ছাত্র থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত বইমেলা প্রাঙ্গণে ভিড় করছে। কলকাতা থেকে আসা প্রকাশকরা জানিয়েছে, ভোটের বাজারে এই বইমেলাকে ঘিরে প্রথমদিকে কিছুটা স্টল দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশয় থাকলেও পরে দেখা গিয়েছে শ্যামপুর এলাকায় রাজনৈতিক তাপ উত্তাপ ভুলে মানুষ বইমুখী। যা সমসাময়িক পরিস্থিতিতে একটি নজির। উল্লেখ্য শামপুরের প্রবর্তনী পরিষদ ক্লাবের উদ্যোগে অষ্টম বর্ষে পা দিয়েছে এই বইমেলা। উদ্বোধন করেছেন কবি জয় গোস্বামী। মেলার মধ্যে যেমন উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের হাওড়া গ্রামীণের সহ সভাপতি শ্রীধর মণ্ডলকে। তেমনি স্টলে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে বাম নেতা অসিত সাউকেও।

তৃণমূল ইউনিয়ন করার জন্য কলেজ ছাত্রীকে চাপ এবং ছাত্রীর মাকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়াকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিয় করার জন্য চাপ দেওয়া ও ইউনিয়ন না করতে চাওয়ায় তাকে গালিগালাজ ও বাড়িতে এসে মারধরের অভিযোগ উঠল কলেজের চার পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। আতঙ্কে কলেজে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছাত্রীর। তদন্তে হাবড়া থানার পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল হাবড়ায়। আক্রান্ত ছাত্রী হাবড়া শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ইংরেজি অনার্সের পড়ুয়া মৌমিতা দাস। এই বিষয়ে মৌমিতা (পরিবর্তিত নাম) হাবড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ছাত্রীর অভিযোগ শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘরে ঢুকে তাকে মারধরের পাশাপাশি বাধা দিতে আসায় তার মা ও আক্রান্ত হয়। অভিযুক্ত এক ছাত্র যদিও তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে জানান ওই ছাত্রী ফোনে অন্য এক ছাত্রীকে গালিগালাজ করায় তারা বাড়িতে নালিশ জানাতে গিয়েছিল, তখনই মেয়েটি তেড়ে আসে। তবে তারা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সঙ্গে থাকা এক ছাত্রীর সঙ্গে অভিযোগকারিনি ছাত্রীর ঝামেলা হয়েছিল। যদিও ঘটনার পর আক্রান্ত ছাত্রী

জানান তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন কলেজে আর যাবেন না, তাকে খুন করা হতে পারে। এই বিষয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা নবকুমার দাস জানায় যদি এরকম ঘটনা ঘটে থাকে তা অন্যায় হয়েছে। কলেজের বাইরে কি ঘটনা ঘটেছে তা জানা নেই। তবে আমরা মেয়েটির পরিবারের কাছে হাতজোড় করে সংবাদমাধ্যমের সামনে আশ্বস্ত করছি মেয়েটি কলেজে আসলে কোনও সমস্যা হবে না। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের সঙ্গে প্রয়োজনে বিষয়টি নিয়ে কথা বলে মেটানোর চেষ্টা করবেন। গোটা ঘটনার তদন্ত নেমেছে হাবড়া থানার পুলিশ।

খনিতে বিস্ফোরণের খতিগ্রস্ত বাড়ি পরিদর্শনে অগ্নিমিত্রা পল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার রানিগঞ্জের কুনুস্টড়িয়া এরিয়ার নারায়ণকুড়ি ওসিপি খোলামুখ খনিতে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের জেরে খনি থেকে প্রায় হাজারো মিটার দূরে অবস্থিত নারায়ণকুড়ি এলাকায় হঠাৎ করে বিশাল বিশাল আয়তনের পাথর বাড়ি ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়লে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় দশটির মতো বাড়ি। এরপরই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন নারায়ণকুড়ি গ্রামের বাসিন্দারা। শনিবার আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল তার বিধানসভা অন্তর্ভুক্ত ওই নারায়ণকুড়ি এলাকা পরিদর্শন করতে এলেন। এলাকা পরিদর্শন শেষে সকলকে আশ্বস্ত করেন এ বিষয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে কথা বলে ক্ষয়ক্ষতির যে সকল বিষয় রয়েছে তা নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানাবেন। তার সঙ্গে তার এও দাবি তারা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনে এই সমগ্র এলাকাটিকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করবেন। এদিন এলাকার মানুষজন বিধায়ককে হাতের নাগালে পেয়ে নিজেদের দাবি দাওয়া ও তারা কি অবস্থায় রয়েছেন সেই অবস্থার কথা তুলে ধরেন।

Howrah Municipal Corporation
Borough-VII
57, Sastri Narendra Nath Ganguly Lane-711104
Phone : 033 -2627 -0182

E-TENDER NOTICE

E Tender No.: TN/09/ ED/AE, B-VII/P.E. 2024 /ACE-172/AMF works /2023-24. Date : 24.03.2024
Detail information will be available from the Office of Borough-VII HMC. The work is election related and emergent in nature. Visit the site: **https//:wbtenders.gov.in**
Uploading (online) start : **27.03.2024 at 6:00 p.m.** Submission closing (online) : **05.04.2024 at 6:00 p.m.**

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-VII, H.M.C.

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
[CIN L19201WB1931PLC007261]
রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন: +৯১ ৩৩ ২৩০১ ৪৪০০ • ফ্যাক্স +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
ই-মেইল: share.dept@bata.com • ওয়েবসাইট: www.bata.in

শেয়ার সার্টিফিকেট হারিয়ে যাওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেডের ("কোম্পানি") নিম্নলিখিত শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) হারিয়ে গেছে/খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা বলে রিপোর্ট করা হয়েছে এবং তাদের হোল্ডার(গণ) ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করার জন্য অনুরোধ করেছে।

শেয়ারহোল্ডারদের নাম	ফোলিও নং	সার্টিফিকেট নং	শেয়ার সংখ্যা	স্বতন্ত্র সংখ্যা (উভয় সহ)
অশোক কুমার ব্যানার্জী যৌথভাবে শীতলা দেবী	০০৯১২৭০	৭২৮৫৬৯	৭৬৪	১২৭৯০৬৪৩৯ - ১২৭৯০৭২০২

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানির কাছে বৈধ আপত্তি না পাওয়া গেলে কোম্পানির দ্বারা তাদেরকে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করতে এগিয়ে যাওয়া হবে। এরপর কোম্পানির দ্বারা কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না। উল্লিখিত সার্টিফিকেট (গুলি) সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির দাবি থাকলে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সমস্ত সহায়ক নথি সহ দাবি জানাতে হবে।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: গুরুগ্রাম
তারিখ: ২৩ মার্চ, ২০২৪

এন্ট্রান্স ২০২৪

ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান অ্যাকাডেমি
ফুরসতগঞ্জ এয়ারফিল্ড, জেলা- আমেঠি (উঃপ্রঃ)-২২৯ ৩০২
(ভারত সরকারের সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা)
এইএসও ৯০০১-২০০৮ সার্টিফাইড
"স্বপ্নের ডানা সরবরাহ করি"
ভারতের সেরা ফ্লাইং ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনে যোগ দিন

ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান অ্যাকাডেমি (আইজিআরইউএ) প্রথমাবধি থেকে কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স কোর্সের জন্য আবেদন আমন্ত্রণ জানিয়েছে, **সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে চারটি ব্যাচে** শুরু হবে।

যোগ্যতার মানদণ্ড :

(i) ১০+২ তে ইংরেজি, গণিত এবং পদার্থবিদ্যায় উত্তীর্ণ হতে হবে বা সাধারণ বিভাগে প্রার্থীদের জন্য উপরে পৃথক বিষয়ে প্রাপ্ত সমতুল্য এবং ন্যূনতম নম্বর ৫০% এবং এসসি, এসটি, ইডব্লিউএস এবং ওবিসি (নন ক্রিমি লেয়ারের অন্তর্গত) প্রার্থীদের জন্য ৪৫%।
(ii) বৈবাহিক অবস্থা - সিঙ্গেল, অবিবাহিত
(iii) উচ্চতা - সর্বনিম্ন ১৫৮ সেমি।

প্রশিক্ষণ ফি টাকা ৪৫ লক্ষ টাকা সহ বোর্ডিং-লজিং এবং অন্যান্য খরচ অতিরিক্ত।
বিস্তারিত তথ্য এবং আবেদন ফরম্যাট ইত্যাদির জন্য অনুগ্রহ করে আইজিআরইউএ ওয়েবসাইট https://igrua.gov.in -তে "ENTRANCE" দেখুন
অনলাইন আবেদন পূরণের শেষ তারিখ ৯ মে, ২০২৪ (অনলাইন মোডে ফি প্রদান) অনলাইন পরীক্ষার তারিখ ৩ জুন, ২০২৪ (সোমবার)।

এন্ট্রান্স ২০২৪

ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান অ্যাকাডেমি
ফুরসতগঞ্জ এয়ারফিল্ড, জেলা- আমেঠি (উঃপ্রঃ)-২২৯ ৩০২
(ভারত সরকারের সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা)
এইএসও ৯০০১-২০০৮ সার্টিফাইড
"স্বপ্নের ডানা সরবরাহ করি"

আইজিআরইউএ সিপিএল প্রশিক্ষণের সাথে পাইলট প্রার্থীদের বিএসসি এভিয়েশন ডিগ্রী অফার করছে।
প্রোগ্রাম: আইজিআরইউএ-তে সিপিএল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য স্বতন্ত্র ৩ বছরের বিএসসি প্রোগ্রাম।
৪০টি আসন মাত্র
বিস্তারিত জন্য যোগাযোগ :
কোর্স সমন্বয়কারী (বি এসসি এভিয়েশন) আইজিআরইউএ
ফোন: +৯১ (১১) ২৪৬১৫৩৭০, ২৪৬৫৫৭৯৬
মোবাইল: ৭০০৬৮৫০০৫৪৪
ই-মেইল helpdesk-exam@igrua.gov.in

এন্ট্রান্স ২০২৪

ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান অ্যাকাডেমি
ফুরসতগঞ্জ এয়ারফিল্ড, জেলা- আমেঠি (উঃপ্রঃ)-২২৯ ৩০২
(ভারত সরকারের সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা)
এইএসও ৯০০১-২০০৮ সার্টিফাইড
"স্বপ্নের ডানা সরবরাহ করি"

ভারতের সেরা "এয়ারক্রাফ্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং" ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনে যোগ দিন
ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান অ্যাকাডেমী (IGRUA) আগস্ট ২০২৪ থেকে শুরু হওয়ার জন্য নির্ধারিত "**এয়ারক্রাফ্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং**" কোর্সের জন্য আবেদন আমন্ত্রণ জানিয়েছে ।
যোগ্যতার মানদণ্ড :
১২তম বা সমমানের গণিত এবং পদার্থবিদ্যা বা অ্যারোনটিক্যাল, মেকানিক্যালে ডিপ্লোমা পাস হতে হবে,
রাজ্য কারিগরি শিক্ষা পর্ষদ দ্বারা স্বীকৃত বৈদ্যুতিক বা ইলেকট্রনিক্স সাধারণ বিভাগে প্রার্থীদের জন্য পৃথক বিষয়ে ন্যূনতম ৫০% নম্বর এবং এসসি, এসটি, ইডব্লিউএস এবং ওবিসি বিভাগের প্রার্থীদের জন্য (নন ক্রিমি লেয়ারের অন্তর্গত) পৃথক বিষয়ে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর সহ।
প্রশিক্ষণের ফি ৪৫০০০০/- (৪.৫ লাখ) প্লাস বোর্ডিং - থাকার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য খরচ অতিরিক্ত।
বিস্তারিত তথ্য এবং আবেদন ইত্যাদির জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট **https://igrua.gov.in** -এ **"ENTRANCE"** দেখুন
অনলাইন আবেদন পূরণের শেষ তারিখ ০৯ মে ২০২৪ (অনলাইন মোডে ফি প্রদান করতে হবে)।
অনলাইন পরীক্ষার তারিখ ০৩ জুন ২০২৪ (সোমবার)।

CBC 03104/12/0006/2324

HDFC BANK

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড
শাখা- ৪, ম্যাঙ্গো লেন, ৬ষ্ঠ তল, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১।
টেলিফোন: (০৩৩): ৬৬০৮-৬২৩৪, CIN : L65920MH1994PLC080618 ওয়েবসাইট: www.hdfcbank.com

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন এ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেট্ এ্যান্ড এনফোর্সমেন্টে অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এ্যাক্ট ২০০২ (এ্যাক্ট) এর ধারা ১৩(২) ও তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস্) ২০০২-এর রুল ৩-এর অধীন।

যেহেতু **এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** (পূর্বতন এইচডিএফসি লিমিটেড) অনুমোদিত অফিসার (মাননীয় এনসিএলটি-মুম্বাই কর্তৃক ১৭ মার্চ ২০২৩ **(এইচডিএফসি)** তারিখের আদেশের মাধ্যমে অনুমোদিত একত্রিতকরণের স্কিম দ্বারা এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সাথে একীভূত হয়েছে), সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে উক্ত এক্ট এর সেকশন ১৩(২) অধীনে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/আইনগত উত্তরাধিকারী এবং আইনী প্রতিনিধিদেরকে তাদের নিজ নিজ নামের বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণগুলি সুদ সহ একত্রে প্রযোজ্য হারে উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত হিসাবে পরিশোধ করার আহ্বান জানাচ্ছেন, উল্লিখিত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরিশোধের।

উপরের উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এতদ্বারা নোটিশ জারি করা হচ্ছে আরও একবার, ঐ উক্ত ঋণগ্রহীতা (গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর উদ্দেশ্যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে **এইচডিএফসি লিমিটেড**-কে তাঁরা যেন বকেয়া অর্থরাশি, যা নীচে বর্ণনা করা আছে, তাঁদের নামের সাথে তৎসহ অতিরিক্ত সুদ বার্ষিক ১৮% শতাংশ হারে, দাবী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো, ঐ নির্দিষ্ট তারিখ থেকে নীচে বর্ণিত কলম(সি) অনুসারে, পরিশোদ করার তারিখ পর্যন্ত/ উদ্ধার করা পর্যন্ত, যা ঐ লোন এগ্রিমেন্ট ও অন্যান্য ডক্যুমেন্ট/ লিখিত প্রতিবেদন এর সাথে পঠিত যদি থাকে, যা ঋণগ্রহীতা(গণ) দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তাদের লোন পরিশোধের সিকিউরিটি হিসাবে নিম্নবর্ণিত সুরক্ষিত পরিসম্পদ **এইচডিএফসি লিমিটেড-র** কাছে মর্টগেজ করা আছে ঐ ঋণগ্রহীত(গণ)-এর মাধ্যমে। এ্যাক্ট-এর ধারা ১৩ অনুসারে সুরক্ষিত পরিসম্পদ খালাস করার সময়সীমার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) /আইনি প্রতিনিধি(গণ) -এর নাম	মোট বকেয়া পরিমান	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সুরক্ষিত পরিসম্পদ /স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
(এ)	(বি)	(সি)	(ডি)	(ই)
১.	**ঋণগ্রহীতা:** শ্রী জয়দীপ গাঙ্গুলী **সহ-ঋণগ্রহীতা:** শ্রীমতী প্রিয়া গাঙ্গুলী	২৫,০৯,২৬০/- টাকা ৩১.০১.২০২৪* অনুযায়ী	০৪.০৩.২০২৪	সম্পত্তিটি হল ফ্ল্যাট-৪-এ, ফ্লোর-৪র্থ, (উত্তর-পূর্ব-দিক), পরিমাপ ৯৪৫ বর্গফুট (৮৭.৮০ বর্গমিটার) আনুমানিক, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, প্যাসিফিক প্যারাডাইস, বিআই-এ, হোল্ডিং- ২১৯ ,বানিপাড়া, পোস্ট- বোড়াল, আরএস দাগ-৬৭৩,৬৭৬; খতিয়ান-৯৮৬ ২৪৮; মৌজা-শ্রীপুর বাঘেরঘোল; ওয়ার্ড-৩২; থানা-সোনারপুর এবং সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং তথায় থাকা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ সহ (উক্ত সম্পত্তি)। প্রেমিসেসটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে- আর এস দাগ নং- ৬৭০ এর অংশ, ১৭ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণে- আরএস দাগ নং -৬৬৭, ৬৭৪,৬৭৫ এবং আরএস দাগ-৬৭৭ এর অংশ; পূর্ব দিকে- আরএস দাগ - ৬৭০, বাণী সংঘ ক্লাব এবং আরএস দাগ - ৬৯৯,৬৬৮; পশ্চিমে- আরএস দাগ - ৫৬৭ এবং ৬৭৭।
২.	**ঋণগ্রহীতা:** শ্রী সুভাষ পাল **সহ-ঋণগ্রহীতা:** শ্রীমতী অ্যানি পাল	২১,৬৪,৫২৫/- টাকা ৩১.০১.২০২৪ * অনুযায়ী	০৪.০৩.২০২৪	সম্পত্তিটি হল দোকান-২০-ব্লক-এ, পরিমাপ প্রায় ৪৭৪ বর্গফুট (৪৪ বর্গ মিটার) সম্পত্তি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ফ্লোর-গ্রাউন্ড, ' 'পঞ্চানন অ্যাপার্টমেন্ট", ১৫ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৭ বর্গফুট পরিমাপের এক টুকরো জমিতে ২০ (নতুন), (১৩-পুরাতন), নগেন্দ্র নাথ রোড, মৌজা-সাতগাছি, দমদম, কোলকাতা- ৭০০০২৮, থানা-দমদম, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং তথায় থাকা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ সহ (উক্ত সম্পত্তি)
৩.	**ঋণগ্রহীতা:** শ্রী রোহিত সেন শর্মা **সহ-ঋণগ্রহীতা:** শ্রীমতী অর্পিতা সেন শর্মা শ্রী রাজর্ষি সেন শর্মা	৩২,৬০,৩৪৫/- টাকা ৩১.০১.২০২৪ * অনুযায়ী	০৬.০৩.২০২৪	সম্পত্তিটি হল ফ্ল্যাট-১বি, ফ্লোর-১, পূর্ব-উত্তর-পশ্চিম দিকে, পরিমাপ প্রায় ৯৫০ বর্গফুট (৮৮.২৫ বর্গ মিটার), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ' 'অমৃত বাটি", হোল্ডিং-১১৮, রবীন্দ্র নগর (পশ্চিম), এলআর দাগ -৩৮৬ (পি), এলওপি নং-৪১৭, সিএস প্লট-৪২০, ৪২৮ (পি), জেএল-৫৭, ওয়ার্ড-৩০, মৌজা-লস্করপুর, থানা-সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৫৩ এবং সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং তথায় থাকা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ সহ (উক্ত সম্পত্তি)। প্রেমিসেসটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে- এলওপি নং ৪১৫; দক্ষিণে- ২০ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড; পূর্বে- এলওপি নং ৪১৮; পশ্চিমে- ১৬ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা।
৪.	**ঋণগ্রহীতা:** জনাব রবিউল ইসলাম শেখ	৩২,৩৫,৪৮৬/- টাকা ৩১.০১.২০২৪ * অনুযায়ী	০৪.০৩.২০২৪	সম্পত্তিটি হল ২ কাঠা ১০ ছটাক ৩৫ বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লট যার এলআর দাগ নং-৫৬৯, আরএস খতিয়ান নং ৩০১, হাল খতিয়ান নং ১৭৭৫, দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, মৌজা-মানুষপুর, থানা-চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং তথায় থাকা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ সহ (উক্ত সম্পত্তি)। সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণে- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব দিকে- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিমে- সুধন কুমার বড়ুয়ার বাড়ি দ্বারা।
৫.	**ঋণগ্রহীতা:** শ্রী প্রশান্ত বিসওয়াল	২৯,০৪,৪৮৭/- টাকা ৩১.০১.২০২৪ * অনুযায়ী	০৬.০৩.২০২৪	সম্পত্তিটি হল ফ্ল্যাট-বি, ফ্লোর-গ্রাউন্ড, উত্তর-পূর্ব-দিক, পরিমাপ ৬৫০ বর্গফুট (৬০.৩৮৭ বর্গ মিটার), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, প্রেমিসেস-২৬৬, বিবেক নগর, ব্লক-২ এবং ৩; (ডাক ঠিকানা- ৩/৩, বিবেক নগর), ওয়ার্ড-১০৪; থানা-কসবা (পূরাতন) গড়ফা (নূতন), কলকাতা- ৭০০০৭৫ এবং সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং তথায় থাকা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ সহ (উক্ত সম্পত্তি)। সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে- কলোনি প্লট; দক্ষিণে- ই.পি. নং ৪৬; পূর্ব দিকে- ই.পি. ৪৪; পশ্চিমে- কলোনি রোড দ্বারা।
৬.	**ঋণগ্রহীতা:** শ্রী নবারুণ চৌধুরী	২২,২৫,৬৯৭/- টাকা ৩১.০১.২০২৪ * অনুযায়ী	০৬.০৩.২০২৪	সম্পত্তিটি হল ফ্ল্যাট-এ, ফ্লোর-৩য়, পরিমাপ ৭১০ বর্গফুট (৬৬ বর্গ মিটার), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রেমিসেস-৫/১নিওগি পাড়া রোড; (হোল্ডিং- ৩২/১), মৌজা-বনহুগলী; ওয়ার্ড-১০; থানা-বরানগর, কলকাতা - ৭০০০৩৬ এবং সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং তথায় থাকা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নির্মাণ সহ (উক্ত সম্পত্তি)। সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে- সুব্রত নন্দীর সম্পত্তি দ্বারা; দক্ষিণে- নিওগী পাড়া রোড; পূর্বে- আম্রকুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট;পশ্চিমে- ১৮ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।

* এ অতিরিক্ত বার্ষিক ১৮% হারে সুদ, প্রযোজ্যমতো, অন্যান্য খরচাদি, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি যা বকেয়া পরিশোধের /উদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত।

যদি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া রাশি এইচডিএফসিকে ফেরত দিতে খেলাপ করেন, তবে এইচডিএফসি এ্যাক্টের ধারা ১৩(৪) অনুসারে এবং প্রযোজ্য রুল অনুসারে একান্তভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর ঝুঁকিতে ও খরচ এবং পরিণতি সাপেক্ষে অগ্রসর হবে।

সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)কে এ্যাক্ট অনুসারে, উপরোক্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ স্থাপর সম্পত্তি নিয়ে এইচডিএফসির কাছ থেকে লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোনরকম বিক্রয় লীজ বা অন্য কোনভাবে লেনদেন থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। যদি কোন ব্যক্তি এর অন্যথা করেন বা কেউ এই বিধি লঙ্ঘনে প্ররোচিত করেন তবে এ্যাক্ট বা রুল অনুসারে তার কারাদন্ড এবং / অথবা জরিমানা হতে পারে।

তারিখ: ২৪.০৩.২০২৪
স্থান: কলকাতা

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড -এর জন্য
স্বা/-আবির কুমার ভট্টাচার্য /সন্দিপন ভট্টাচার্য
(অনুমোদিত অফিসার)

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোওয়ার পারেল (ওয়েস্ট) মুম্বাই - ৪০০০১৩

সামান্য বচসার জেরে মাথায় বাঁশ দিয়ে আঘাতের অভিযোগ, চুঁচুড়ায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: সামান্য বচসার জেরে মাথায় বাঁশ দিয়ে আঘাতের অভিযোগ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতের মৃত্যু। ঘটনার পর থেকে ফেরার অভিযুক্ত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা চুঁচুড়া মোগলটুলিতে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার ১৮ মার্চ বিকালে মোগলটুলিতে সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় পড়ে যান বছর চুয়াল্লিশের অমল খান। পড়ে গিয়েই মদ্যপ অবস্থায় গালি দিতে থাকেন। আর তা নিয়েই মাজিদ আনসারির সঙ্গে বচসা হয় অমলের। আর তা থেকে হাতাহাতি। অমল ও মাজিদ পরস্পরের আত্মীয়। অভিযোগ, বচসা চলাকালীনই বাঁশ দিয়ে অমলের মাথায় আঘাত করেন মাজিদ। রক্তাক্ত অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ রাস্তার ধারে পড়ে থাকেন অমল। তারপর রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ইমামবাড়া হাসপাতালে

ভর্তি করা হয়। ঘটনার পর মাজিদের ওপর ক্ষেপে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চলে। আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ইমামবাড়া হাসপাতালের আইসিইউ-তে চিকিৎসা চলছিল। শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবরে উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার পর শনিবার সকালেই ইমামবাড়া হাসপাতালের সামনে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের সদস্যরা। চুঁচুড়া থানার আইসি রামেশ্বর ওঝা বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ সরিয়ে দেন। মৃতের স্ত্রী মৌসুমী বিবি বলেন, ঘটনার দিন আমাকে ফোন করে ডাকা হয়। হাসপাতালে গিয়ে দেখি মাথায় দশটা সেলাই পড়েছে, স্বামীর জ্ঞান নেই। কী হল ওকে বাঁচাতে পারলাম না। নেশা করত বলে আমার সঙ্গে অশান্তি হত। আমি বলেছিলাম শুধরে যাও। গত পাঁচ মাস আমি স্বামীর ঘরে ছিলাম না, মা বোনের বাড়ি থাকতাম। আমাকে বলত বাড়িতে চলে আসো।

প্রচারে বেরিয়ে দলীয় সমর্থকের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন সারলেন তৃণমূল প্রার্থী রচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: তিনি পর্দার নায়িকা। অনেক সিনেমাতে গরিব পরিবারের মেয়ে কিংবা গরিব নায়কের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। মাটির বাড়ি। দাওয়ায় বসে খাওয়া। সিনেমার পর্দায় এসব ফুটিয়ে তুলেছেন। এবার বাস্তবের মাটিতে দাওয়ায় বসে খেলেন হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাটির থালায় ভাত, বড়ি ভাজা, বেগুন ভাজা, শুক্তো তৃপ্তি করে খেলেন। আর সবচেয়ে খুশি হলেন টক দই খেয়ে। আর সিঙ্গুরের টক দই ভালো হওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করলেন 'দিদি নম্বর ওয়ান'। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রে রচনার উপর আস্থা রেখেছে তৃণমূল। এই আসনের বিদায়ী সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। এবারও তিনি বিজেপির প্রার্থী। একসময় ২ জনে একসঙ্গে বেশ কয়েকটি সিনেমায় পর্দা ভাগ করেছেন। কখনও হরিহর আত্মা আবার কখনও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা গিয়েছে সিনেমায়। এবার বাস্তবে প্রতিদ্বন্দ্বী লকেট ও রচনা। তাঁদের দু'জনের অভিনীত সিনেমার বক্তব্য নিয়ে মিমও তৈরি হয়েছে। সেসব দূরে সরিয়ে প্রচারে জোর দিয়েছেন দুই অভিনেত্রী। শনিবার সিঙ্গুরে প্রচারে যান রচনা। প্রচারের ফাঁকে চৌখণ্ডীপোতায় মানিক বাগ নামে এক দলীয় সমর্থকের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন করেন তিনি। মাটির বাড়ি। টালির চাল। সেই বাড়ির দাওয়ায় বসে খেলেন রচনা। সঙ্গে ছিলেন সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না ও তাঁর স্ত্রী করবী মান্না। করবী মান্না হরিপালের বিধায়ক। সবার সঙ্গে মাটিতে পাত পেড়ে খেয়ে খুশি রচনা। বললেন, 'এমন করে কখনও খাইনি। খুব ভালো লাগল। এত ভালোবেসে আপ্যায়ন করলেন, আমি খুব আনন্দ করে খেলাম। আর মাটির বাড়ি ঠান্ডা হয়, গরমে খুব ভালো লাগল।' এরপরই কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন আবাস যোজনা নিয়ে। তৃণমূল প্রার্থী বলেন, 'আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। ফলে ওঁরা পাকা বাড়ি করতে পারেননি। দিনের পর দিন কষ্ট করে থাকছেন। এরকম অনেকেই কষ্ট করে আছেন। তাঁদের কথা শুনে খারাপ লেগেছে। তাঁরা ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকছেন, কখন ঝড়-জল হবে আর বাড়ি ভেঙে পড়বে। বা টালি উড়ে যাবে।' সংসদে যেতে পারলে তিনি বিষয়টি উত্থাপন করবেন বলে জানালেন। সজনে ডাটা, বড়ি ভাজা

আর লঙ্কা তাঁর প্রিয়। মধ্যাহ্নভোজে তা পেয়ে খুব খুশি রচনা। আর সবচেয়ে খুশি হয়েছেন টক দই খেয়ে। বললেন, 'এমন দই কলকাতায় পাই না। এত ভালো দই এখানকার। আমি তো ভাবছি যতবার আসব, এখান থেকে দই নিয়ে যাব।' সিঙ্গুরের দই কেন এত ভালো, তারও ব্যাখ্যা দিলেন তৃণমূল প্রার্থী। বললেন, 'সিঙ্গুরের মাটি এত গাছ ও ঘাস-পালায় ভর্তি। আর সেগুলো গরুতে খাচ্ছে। সেগুলো খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে। এর ফলে দুধটা এত ভালো হয়। সেখান থেকে দইটা ভালো হয়।' এরপরই বেচারাম মান্নার প্রশংসা করে বলেন, বেচারামদা পরিবেশটাই এত সুন্দর করে রেখেছে। সেজন্য এখানকার গরু ভালো ঘাস-পালা খেতে পায়। এর আগে প্রচারে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, চারিদিকে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। প্রচুর কারখানা হয়েছে। যা নিয়ে মিম ছড়িয়েছে। এদিন বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন রচনা। বলেন, তিনি যা দেখেছিলেন, সেটাই বলেছিলেন। তবে মিমকে খারাপভাবে দেখছেন না তিনি। এতে তাঁর প্রচারই হচ্ছে বলে মনে করেন।

ঝাড়গ্রামে পুকুরকে সৌন্দর্যায়ন করার সিদ্ধান্ত প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: একটি পুকুরকে সৌন্দর্যায়ন করার প্রকল্প হাতে নিয়েছিল ব্লক প্রশাসন। বছর দুয়েক আগে প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে পুকুরটিকে সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু করা হয়েছিল। জায়গাটি ঘিরে ফেনসিংও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্ত। এর মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে দুটি বছর। আজও সেই জায়গা জুড়ে শুধুই আগাছা ভরা। অথচ এই জায়গা ঘিরে ছোট খাটো পার্ক তৈরি হলেও শিশুরা খেলাধূলা করতে পারত বলে মত স্থানীয়দের। স্থানীয়রা শনিবার দাবি জানিয়েছে যেন জায়গাটিকে ঘিরে অবিলম্বে একটি পার্ক করে তোলা হয়।

গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের গোপীবল্লভপুর মোড় থেকে বার্গিডাঙা চক যাওয়ার পথে মূল পিচ রাস্তার একেবারে গায়ে একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে একটি জায়গা পড়ে রয়েছে। ২০২২ সালে গোপীবল্লভপুর এক ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এই জায়গাটিকে ঘিরে সৌন্দোর্যায়ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সেইজন্য জঙ্গল মহল অ্যাকশন প্ল্যানের ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৮১ টাকায় কাজও শুরু হয়েছিল। ঠিক ছিল পুকুরটি সংস্কার করে জায়গাটি পরিষ্কার করে সেখানে ফুল, ফলের গাছ লাগিয়ে একটি পার্কের মতো করা হবে। ওই পুকুরের জল কাজে লাগিয়ে বোটিং-এর ব্যবস্থা করার চিন্তা ভাবনাও ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র ফেনসিং-এর কাজটিই হয়েছে। তারের বেড়া দিয়ে চারিদিক ঘেরা রয়েছে। বর্তমানে তালা লাগানো অবস্থায় রয়েছে স্থানটি। জায়গাটি আগাছায় ভরে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা চাইছেন এখানে শিশুদের খেলাধুলোর সামগ্রী দিয়ে শিশু পার্ক করে দেওয়া হোক। সকালে বা সন্ধ্যায় যাতে শিশুরা সেখানে খেলাধুলো করতে পারে। যদিও ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ওই জায়গাটি ঘিরে সৌন্দর্যায়ন করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। জলাশয়টি ঘিরে বেশ কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের বিডিও শ্যামসুন্দর মিশ্র বলেন, নির্বাচনের পর ওই জায়গাটি ঘিরে পুরোপুরি সংস্কার করে সৌন্দর্যায়ন করা হবে। এমনকী ঢেলে সাজানো হবে জায়গাটিকে।

দোল উপলক্ষ্যে হলদে বসনে সাজানো হয়েছে মায়াপুরের রাধাকৃষ্ণকে।

গ্র্যাজুয়েট আপটিটিউট টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং বা গেট-এ প্রথম বর্ধমানের রাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: আবারো শহর বর্ধমানের নাম উজ্জ্বল হল সর্বভারতীয় স্তরে। সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করলেন বর্ধমান শহরের বাসিন্দা রাজা মাজি। চলতি বছর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উচ্চশিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষা 'গ্র্যাজুয়েট আপটিটিউট টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং' বা গেট-এ প্রথম হয়েছেন রাজা। বর্ধমান শহরের খালুইবিলুই মাঠ এলাকার বাসিন্দা রাজা। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল থেকে ২০১০ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন রাজা। এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৬ সালে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হন। স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করার পর ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনে চাকরি করেন পাঁচ বছর। তবে প্রথম থেকেই শিক্ষকতার ইচ্ছা থাকায় ছেড়ে দেন কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি। এর পর বিষ্ণুপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষকতার চাকরিতে যোগ দেন তিনি। এখানেই চাকরিরত অবস্থায় উচ্চশিক্ষার জন্য বসেন গেট পরীক্ষায়। আর সেখানেই আসে সর্বোচ্চ সাফল্য। এর মধ্যে চলে আসে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোয় কাজ করার সুযোগ। সেটাও প্রত্যাখ্যান করেন রাজা।

রং খেলার দিন মদ্যপান করে বাইক চালালে কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রং খেলার দিন মদ্যপান করে বাইক চালালে কোনও ছাড় নয়, করা হবে কঠিন পদক্ষেপ, জানিয়ে দিলেন রানাঘাট জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। এদিন নদিয়ার শান্তিপুর থানায় বিভিন্ন গোপাল পুজোর বারোয়ারিদের সঙ্গে একটি সমন্বয় সভা করেন রানাঘাট জেলা পুলিশ।

শান্তিপুর থানায় উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুরের একাধিক গোপাল পুজোর বারোয়ারি এবং ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তিরা। মূলত প্রতিবছর গোপাল পুজো অর্থাৎ রং খেলার দিন দেখা যায় একাধিক ব্যক্তিরা মদ্যপান করে উন্মাদ হয়ে যায়। মহিলার সঙ্গে অভব্য আচরণ এবং বেপরোয়া বাইক চালিয়ে নিয়ে যায়। যার কারণে এদিন একাধিক পথ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। মূলত সেই কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন বারোবারি এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষকে সতর্ক এবং সচেতন করল রানাঘাট জেলা পুলিশ।

এদিন শান্তিপুর থানায় একটি সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লালটু হালদার। যাতে গোপাল পুজোর দিন কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে একদিকে যেমন পুলিশ মোতায়েন থাকবে অন্যদিকে ক্লাব এবং বারোয়ারি কর্তৃপক্ষকেও সতর্ক থাকার অনুরোধ করলেন। পাশাপাশি তিনি জানান, রাস্তায় যে সমস্ত যুবক মদ্যপান করে বেপরোয়া গতিতে বাইক চালাবেন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেদিনীপুরে ভগৎ সিংয়ের আত্মবলিদান দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার সকালে মেদিনীপুরে ভগৎ সিংয়ের আত্মবলিদান দিবসটি যথাযজ্ঞ মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। ভগত সিং ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরের পঞ্চুর চকে রবীন্দ্র মূর্তির সামনে এক অনুষ্ঠানে ভগৎ সিংয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ভগৎ সিংয়ের জীবনী, আদর্শ ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ডাঃ সুদীপ চৌধুরী এবং শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড.বিশ্বজিৎ সেন, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুদীপ চৌধুরী, সমাজকর্মী কুন্দন গোপ, পাপিয়া চৌধুরী, পিনাকী পাল, সুশোভন সামন্ত সহ অন্যান্যরা। কর্মসূচিতে ফাউন্ডেশনের সদস্য-সদস্যাদের পাশাপাশি পথচলতি মানুষ, স্থানীয় দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠিত হল ৪৮তম সিনিয়ার জাতীয় যোগাসন ক্রীড়া প্রতিয়োগিতা ২০২৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির হিন্দমোটরে পঃবঃ রাজ্য যোগ অ্যাসোসিয়েসনের তরফে ১৯ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ৪৮ তম যোগাসন ক্রীড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী রাজ্যর সংখ্যা - ২৭টি। মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা -৬৬৩ জন। প্রতিযোগিতার বিভাগ- ১২টি (পুরুষ ও মহিলা)। যেখানে সোনা ১৩ টি, রুপো ১১টি, ব্রোঞ্জ ৬টি জেতে পশ্চিমবঙ্গ। দলগত চ্যাম্পিয়ন (প্রথম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। দ্বিতীয় হয় হরিয়ানা। তৃতীয় মহারাষ্ট্র। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য এই প্রতিযোগিতায় ৩০ থেকে ৩৫ পুরুষ বিভাগে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর বাসিন্দা শ্যামসুন্দর গোলদার পশ্চিমবঙ্গের হয়ে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য শ্যামসুন্দর গোলদার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশে কর্মরত।

তমলুকে প্রচারে সিপিএমের সায়ন সঙ্গে ছিলেন সুজন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: সদ্যই বিয়ে সেরেছেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেব্রুয়ারি মাসে জাঁকজমক করে বিয়ে সেরেছিলেন তাঁরা। শনিবার দেখা গেল সায়নের প্রচারে তাঁর সহধর্মিনী তমশ্রী দেবনাথকে। স্বামীর পাশে তাঁর এই লড়াই যোগ্য সঙ্গ দিলেন তিনি।

শুধু তমশ্রী নয়, ছিলেন দমদম লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তীও। নবীন-প্রবীণ এই যুগলবন্দিতে এ দিন জমপেশ হয়েছিল তমলুকে বামেদের প্রচার। সায়ন বলেছেন, সুজনদা আমার সঙ্গে প্রচারে এসেছেন এটা বাড়তি পাওনা। তৃণমূল বিজেপির নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব। মারপিট, কুস্তোকুস্তি চলছে। আমাদের দলে এ সব হয় না কারণ আমরা আদর্শ ও মতাদর্শের জন্য লড়ি। একই সঙ্গে স্ত্রী-র প্রচারে আসা নিয়ে সায়ন বলেন, ও তো আমার সহযোদ্ধা। এটা যুদ্ধক্ষেত্র। গণতন্ত্রের লড়াইয়ে পাশে এসেছে। ও নিজেও ইঞ্জিনিয়র। ও বোঝে বামেদের গুরুত্ব কতখানি। ভোটের আগে কার্যত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা আদাজল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন প্রচারে। বাদ যায়নি সিপিএমও। এদিন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের কোলাঘাটের গোপালনগর থেকে মাছিনান বাজার পর্যন্ত প্রচার মিছিল করে লাল পার্টি। মিছিলের মধ্য দিয়ে জনসংযোগ করেন বাম প্রার্থী। রাস্তার দু'পাশে থাকা সাধারণ মানুষের সঙ্গে হাত মেলান। কথা বলেন। বাজারের মধ্যে ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে ভোট প্রচার করেন সায়ন।

প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পরই ভোট প্রচার শুরু করলেন রানাঘাটের সিপিআইএম প্রার্থী অলকেশ দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: শনিবার বিকেলে নদিয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্বরা। এবার লোকসভা নির্বাচনে আবারো অলকেশ দাসের প্রতি ভরসা রাখলেন সিপিএম নেতৃত্ব। একদিকে যেমন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী, অন্যদিকে নির্বাচনী প্রচারের মধ্যে দিয়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের সঙ্গে তৃণমূলের। এদিন নাম ঘোষণা হওয়ার পরপরই নদিয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের শান্তিপুর বিধানসভায় নির্বাচনী ভোট প্রচার শুরু করে দিলেন সিপিএম প্রার্থী অলকেশ দাস। প্রথমে তিনি সিপিএমের কার্যালয়ে প্রবেশ করে কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে বেশ খানিকটা সময় কাটান। এরপর অসংখ্য কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে রাস্তায় নেমে ভোট প্রচার শুরু করেন তিনি। রাস্তার দু'পাশে দিয়ে পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন অলকেশ দাস, এরপর কয়েক কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে তিনি প্রচার অভিযান শেষ করেন। তবে অল্প সময়ের মধ্যে অলকেশ দাস বলেন, তিনি ২০০৩ সালে এই লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ ছিলেন, আবার তিনি ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে টিকিট পেয়ে গর্বিত মনে করছেন নিজেকে। তবে বিজেপি ও তৃণমূলকে হারানোটাই একমাত্র লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন সিপিএম প্রার্থী অলকেশ দাস।

রাস্তা সংস্কার-না হলে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি ডেবরায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পঞ্চায়েত ভোটে ওই এলাকায় বিজেপি জিতেছে। আর সেই কারণে উন্নয়নের আলো থেকে বঞ্চিত এলাকা, অভিযোগ তেমনই। গ্রামবাসীদের দাবি, প্রায় ১২ বছর ধরে বেহাল গ্রামের রাস্তা। সংস্কার হয়নি। এমন অবস্থায় তাই এবার রাস্তা সংস্কার না হলে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি গ্রামবাসীদের। পড়েছে 'নো রোড, নো ভোট' পোস্টার।

আর এই নিয়েই এবার শোরগোল পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায়। সেখানে গোলগ্রাম অঞ্চলের নন্দবাড়ি এলাকায় রাস্তার বেহাল দশা। গ্রামবাসীদের দাবি, রাস্তা এমন হাল যে ঢুকতে পারে না মাতৃযান। অতঃপর প্রসূতিদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খাটিয়ায় করে নিয়ে যেতে হয়। এমন অবস্থায় এবার রাস্তাঘাট সংস্কার না হলে ভোটপর্বে অংশগ্রহণ না করার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা।

এলাকাবাসীদের দাবি, এই রাস্তা দিয়ে আশপাশের প্রায় আটটি গ্রামের মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। রাস্তা এমন বেহাল দশার কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের সকলেই। রাস্তার খারাপ অবস্থার জন্য যে রোগীদেরও সমস্যার কথা মানছেন পুঁয়াপাট সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিফ হেলথ অফিসার। এদিকে এই রাস্তা সংস্কার না হওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই এলাকায় চড়তে শুরু করেছে রাজনীতির পারদ। এই এলাকায় গত দুটি পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি জিতেছিল। গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, যেহেতু এলাকায় বিজেপি জিতেছে, সেই কারণেই উন্নয়নের আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এলাকা।

মুর্শিদাবাদে সিপিএমের প্রার্থী সেলিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: আরও এক দফা প্রার্থিতালিকা ঘোষণা করল রাজ্য বামফ্রন্ট। শনিবার ফ্রন্টের বৈঠক শেষে চেয়ারম্যান বিমান বসু চারটি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। তাতে মুর্শিদাবাদে প্রার্থী করা হয়েছে রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে। রানাঘাটে প্রাক্তন সাংসদ অলকেশ দাস, বর্ধমান-দুর্গাপুরে সুকৃতি ঘোষাল এবং বোলপুরে প্রাক্তন বিধায়ক শ্যামলী প্রধানকে প্রার্থী করা হয়েছে।

প্রথম দফায় ১৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল বামেরা। তার পরে এক দিন শুধুমাত্র আলিপুরদুয়ার আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে তারা। শনিবার আরও চারটি আসনের জন্য প্রার্থীদের নাম জানালেন বিমান বসু। ফলে এখনও পর্যন্ত ২১টি আসনে প্রার্থী দিল বামেরা। তবে এই দফায় শুধুমাত্র সিপিএমের প্রার্থীদের নামই ঘোষিত হয়েছে। অন্য কোনও শরিক দলের কোনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি।

শরিকদের সঙ্গে যে আসন নিয়ে সিপিএমের মূল সমস্যা, তা হল পুরুলিয়া। যে আসনে ফরওয়ার্ড ব্লক দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করে। এবার সেখানে কংগ্রেস বর্ষীয়ান নেতা নেপাল মাহাতোকে প্রার্থী করেছে। শনিবার এ বিষয়ে বিমান জানিয়েছেন, আলাপ-আলোচনা করে সবটা জানিয়ে দেওয়া হবে।

বসন্তের রঙিন হাওয়ায় মাতল তারাহাট সারদামণি হাইস্কুল

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

বসন্তের রঙিন হাওয়ায় মেতে উঠল আরামবাগ মহকুমার ছাত্রছাত্রীরা। স্কুল স্কুলে বসন্ত উৎসব।

প্রকৃতি যখন এই বসন্তে এক বর্ণিল সাজে সেজে রঙের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দেয় অশোক- পলাশ-শিমুলে, ঠিক তখনই আবার অন্যদিকে এই আনন্দের ঝরনা ধারায় সামিল হতে তার দখিন দুয়ার খুলে দিল আরামবাগ মহকুমার এক প্রত্যন্ত গ্রামের তারাহাট সারদামণি হাই স্কুল। একেবারে শান্তিনিকেতনি ঘরানায় এই উৎসবে মেতে ওঠে তারাহাট বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। কোনও ধর্মীয় উন্মাদনা নয়, কেবলমাত্র প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মনের মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি করাই হল তাদের লক্ষ্য।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের টিভি, মোবাইল বা সোশ্যাল মিডিয়ার দৌরাত্ম্য থেকে তাদের দূরে রাখার জন্যই এই কর্মকাণ্ড বলে জানা যায়। এই বিষয়ে ওই প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণকিশোর কুণ্ডুর কথায়, বিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসব এই প্রথম। ছাত্রছাত্রীদের এই যে আনন্দ, এই যে উচ্ছ্বাস সবই সম্ভব হয়েছে বিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষিকা সুমনা মণ্ডলের উদ্যোগে। আর এর সঙ্গে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষা কর্মী সহ গ্রামবাসীদের আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসার ছোঁয়ায় এখানে যেন- স্বর্গ নেমে আসে। এই বসন্ত উৎসবে স্কুলের মাঠ রঙের উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছিল। খালি পায়ে হলুদ শাড়ি আর মাথায় হলুদ গাঁদার মালা পরে বসন্তকে আনুষ্ঠানিক ভাবে অভিষেক ঘটাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য ও সংগীতে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে। নৃত্য, গীত, বাদ্যসহ নানা অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে নানা আঙ্গিকে জয় করে নেয় মানুষের মন।

সংগীত শিক্ষিকা সুমনা মণ্ডল বলেন, 'বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আপ্লুত। অতিথির আসনে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্রকর, চিকিৎসক বা সমাজসেবীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও আনন্দে আপ্লুত।'

বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীরা অতিথিদের বরণ করে নেওয়ার পাশাপাশি উত্তরীয়, ব্যাচ আর ফুল দিয়ে সংবর্ধনা দেয়। এসব তারা নিজেরাই তৈরি করেছে দীর্ঘদিন ধরে বলে জানা যায় ।তাছাড়া স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা পরিবেশন করে আদিবাসী নৃত্য। অনুষ্ঠান শেষে সবার জন্য ছিল আহারের ব্যবস্থা। সবমিলিয়ে এই হৃদয়গ্রাহী বর্ণময় অনুষ্ঠান ছাপিয়ে যায় সমস্ত রকম প্রশংসার গন্ডিকে। শুধুমাত্র বিদ্যালয় নয় পাশাপাশি গ্রামগুলিতে সুস্থ সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে এ ধরনের অনুষ্ঠান খুবই প্রয়োজন বলে মনে করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

হিমাচলে বিজেপিতে যোগ দিলেন বরখাস্ত ছ'জন কংগ্রেস বিধায়ক যোগ দিলেন তিন নির্দল প্রার্থীও

ধরমশালা, ২৩ মার্চ: হিমাচল প্রদেশে পদ খারিজ হওয়া ছ'জন বিদ্রোহী কংগ্রেস বিধায়কের পাশাপাশি তিন নির্দল বিধায়কও শনিবার যোগ দিলেন বিজেপিতে। শিমলায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের উপস্থিতিতে হয় এই দলবদল-পর্ব। বিজেপি সূত্রের খবর, বরখাস্ত ছ'জন কংগ্রেস বিধায়কের পাশাপাশি তিন নির্দলও ইস্তফা দিয়ে উপনির্বাচনের মুখোমুখি হবেন।

বরখাস্ত ছ'জন কংগ্রেস বিধায়কের তরফে হিমাচল বিধানসভার স্পিকার কুলদীপ সিং পাঠানিয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে আবেদন জানানো হয়েছিল, বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ তা খারিজ করে দিয়েছিল। শীর্ষ আদালতের ওই নির্দেশের পরেই গত ১৮ মার্চ নির্বাচন কমিশন জানায় আগামী ৭ মে ওই ছ'টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে।

উপনির্বাচনে বিজেপি ওই বরখাস্ত ছ'জন কংগ্রেস বিধায়ক; রবি ঠাকুর (লাহুল-স্পিতি), রাজেন্দ্র রানা (সুজনপুর), সুধীর শর্মা (ধরমশালা), ইন্দ্রদত্ত লক্ষণপাল (বারসার), চৈতন্য শর্মা (গগরেট), দেবেন্দ্র ভুট্টো (কুটলেহা)-কে প্রার্থী করবে বলে দলের একটি সূত্র জানিয়েছে। পাশাপাশি, তিন নির্দল; আশিস শর্মা (হামিরপুর), হোশিয়ার সিং (দেহরা) এবং কৃষ্ণলাল ঠাকুর (নালাগড়) শনিবার যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে।

দলীয় হুইপ অমান্য করে হিমাচল বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখুর সরকারের বাজেট প্রস্তাব সংক্রান্ত অর্থবিলের পক্ষে ভোট না-দেওয়ার কারণে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি 'দলত্যাগ বিরোধী আইনে' হিমাচল বিধানসভার স্পিকার কুলদীপ কংগ্রেসের বিদ্রোহী ছ'জন বিধায়কের পদ খারিজ করেছিলেন।

তার আগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভা ভোটের সময় ওই ছ'জন কংগ্রেস বিধায়ক বিজেপির প্রার্থী হর্ষ মহাজনের সমর্থনে 'ক্রস ভোটিং' করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গেই বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন 'সুখু সরকারের সমর্থক' তিন নির্দলও। ক্রস ভোটিংয়ের ফলে কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি হেরে যান। ৬৮ সদস্যের বিধানসভায় দু'পক্ষই ৩৪টি করে ভোট পাওয়ায় লটারির মাধ্যমে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। ঘটনাচক্রে, ওই বিধায়কদের অধিকাংশই পদত্যাগী মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য সিংহ এবং তাঁর মা তথা হিমাচল কংগ্রেসের সভানেত্রী প্রতিভা সিংয়ের 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত।

পঞ্জাবে বিষাক্ত মদকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২১

চণ্ডীগড়, ২৩ মার্চ: পঞ্জাবের বিষাক্ত মদকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১। এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও কয়েক জন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বুধবার পঞ্জাবের সাংরুরে বিষাক্ত মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ৪০ জনের বেশি। এই ঘটনার পর সাংরুরে হুলস্থুল পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরেই বেআইনি মদের কারবার রমরমিয়ে চলছিল। এই ব্যবসা বন্ধ করার জন্য এলাকাবাসীরা উদ্যোগও নেন। কিন্তু খুব একটা ফলপ্রসূ হননি। বেআইনি মদের ব্যবসা তো রয়েইছে, তার সঙ্গে মত্তদের দৌরাত্ম্যও দিনে দিনে বাড়ছিল এলাকায়। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বেশ কয়েক জন মদ্যপানের পরই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

বিষাক্ত মদকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত পুলিশ চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই বেআইনি মদ কারবারি চক্রের হদিস পাওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ধৃতদের জেরা করে একটি বাড়ির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ধৃতেরা দাবি করেছেন, ওই বাড়িতেই নাকি বিষাক্ত মদ তৈরি হত। পুলিশ সেই খবরের উপর ভিত্তি করে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে প্রায় ২০০ লিটার ইথানল উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

বিষাক্ত মদকাণ্ডের খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায়। পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কী ভাবে পুলিশ-প্রশাসনকে অন্ধকারে রেখে এমন কারবার চলত, সেই প্রশ্নই তুলছেন স্থানীয়েরা। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। শুধু তা-ই নয়, এই কাণ্ডের 'মূলচক্রী'দের ধরার দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা।

মস্কো কনসার্ট হল হামলায় ইউক্রেনের যোগ নেই, স্পষ্ট জানাল জেলেনস্কির দপ্তর

মস্কো, ২৩ মার্চ: মস্কোর থিয়েটারে জঙ্গি হামলার সঙ্গে ইউক্রেনের দূরতম সম্পর্ক নেই। শনিবার স্পষ্ট ভাষায় এ কথা জানালেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। শুক্রবার গভীর রাতের ওই হামলা প্রসঙ্গ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের দপ্তরের তরফে একটি পোস্টে এই দাবি করা হয়েছে।

জেলেনস্কির দপ্তরের আধিকারিক মিখাইলো পোদোলাক ওই পোস্টে লিখেছেন, একটি বিষয় স্পষ্ট করে জানাতে চাই। মস্কোর এই ঘটনার সঙ্গে ইউক্রেনের কোনও সংশ্রব নেই। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের শহরের ক্রাসনোগরস্ক এলাকার ক্রকাস সিটি হলে একটি কনসার্ট চলাকালীন শুক্রবার রাতে ওই হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই ১১৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত বেশ কয়েক জন। জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস) হামলার দায় নিয়েছে।

ঘটনাচক্রে, গত এক সপ্তাহে ইউক্রেনে ধারাবাহিক ভাবে হামলার অভিঘাত বাড়িয়েছে রুশ ফৌজ। শুক্রবার রাতেও কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী জাপোরিজিয়ার নিপ্রো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ধারাবাহিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ধ্বংস করেছে রুশ সেনা। ওই হামলা প্রসঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, 'রুশ সন্ত্রাসবাদীরা কী করছে, তা গোটা বিশ্ব দেখতে পাচ্ছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র, জ্বালানি পরিষেবার লাইন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, বাঁধ, সাধারণ জনবসতি, কিছুই রেহাই দিচ্ছে না ওরা।'

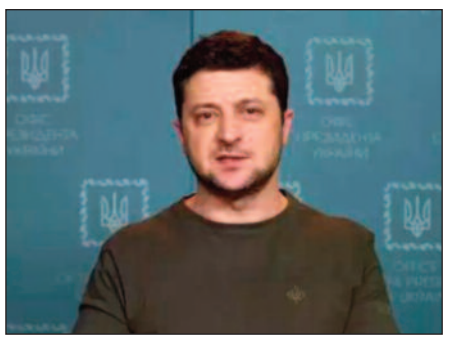

এই পরিস্থিতিতে প্রাথমিক ভাবে মস্কোয় হামলার পিছনে কিভের 'ভূমিকা' নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু জেলেনস্কি তা খারিজ করেছেন। যদিও আফগানিস্তানে 'সক্রিয়' আইএস(খোরাসান)-এর আত্মঘাতী বাহিনী মস্কোর থিয়েটারে হামলা চালিয়েছে বলে দায় স্বীকার করেছে। ২০২২ সালে এই বাহিনী কাবুলের রুশ দূতাবাসে আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল।

সামরিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে আইএস ডেরায় বিমান হামলা চালিয়েছে পুতিনের বায়ুসেনা। স্থলপথেও প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বাহিনীর সঙ্গে যৌথ অভিযানে অংশ নিচ্ছে রুশ সেনা। তারই জবাব দিতে এই হামলা। ২০০২ সালে মস্কোর দুব্রোভকা থিয়েটার হলে কনসার্ট চলাকালীন হামলা চালিয়েছিল চেচেন জঙ্গিরা। ওই ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন ১৭২ জন। রুশ কমান্ডোদের প্রত্যাঘাতে খতম হয় জঙ্গিরাও।

ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে হত দুই মাওবাদী

আহত দুই জওয়ান

রায়পুর, ২৩ মার্চ: আবারও মাওবাদীরা হামলা চালাল ছত্তিশগড়ে। শনিবার সকালে সুকমায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের গুলির লড়াই চলে। সেই সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন মাওবাদীদের দুই সদস্য। একইসঙ্গে তাঁদের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন দুই জওয়ান।

শনিবার সকালে সুকমার কাছে গাঙ্গালুরের জঙ্গলে মাওবাদীদের জড়ো হওয়ার খবর পৌঁছয় পুলিশের কাছে। সেই খবর পেয়েই মাওবাদী দমন অভিযানে বেরোয় যৌথবাহিনী। মাওবাদীদের 'গড়' হিসাবে পরিচিত বিজাপুর, দন্তেওয়াড়া এবং সুকমা জেলার সংযোগস্থলে অভিযানে যায় ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি), বস্তার ফাইটার্স, সিআরপিএফ, কোবরা বাহিনী, স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স।

যৌথবাহিনী গাঙ্গালুরের জঙ্গল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। তারা যখন পিড়িয়া গ্রামের কাছে জঙ্গলে পৌঁছয়, তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন মাওবাদীরা। দু'পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গুলির লড়াই চলে। তার পর সব শান্ত হয়ে যায়। মাওবাদীদের দিক থেকে আর কোনও গোলাগুলি ছুটে না আসায় যৌথবাহিনী এগোতে শুরু করে। সেই সময়েই জঙ্গলের ভিতরে দুই মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করে তারা। মাওবাদীদের বাকি সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে জানিয়েছেন বস্তার রেঞ্জের ইনস্পেক্টর জেনারেল সুন্দররাজ পি। পুলিশ সূত্রে খবর জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে বস্তার ফাইটার্সের দুই জওয়ান আহত হয়েছেন।

বেঙ্গালুরুর ক্যাফেতে বিস্ফোরণের সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করল এনআইএ

বেঙ্গালুরু, ২৩ মার্চ: ১০০০ সিসিটিভি ফুটেজ ঘেঁটে বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফের বিস্ফোরণে সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। শুধু তাই-ই নয়, হামলাকারীর ছবিও প্রকাশ করেছে তদন্তকারী দলটি।

এনআইএ সূত্রে খবর, সন্দেহভাজনের নাম মুসাভির হুসেন সাজিব। তিনি কর্নাটকের তীর্থহাল্লি জেলার শিবমোগার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। যে টুপি পরে সন্দেহভাজনকে ক্যাফে থেকে বেরোতে দেখা গিয়েছিল, ওই টুপি পরা ব্যক্তিকেই বেশ কয়েকটি ফুটেজে দেখা গিয়েছে। তদন্তের পর এনআইএ জানতে পেরেছে, চেন্নাইয়ের একটি শপিং মল থেকে ওই টুপি কিনেছিলেন সাজিব। এনআইএ সূত্রে খবর, এ বছরের জানুয়ারি থেকে চেন্নাইয়ে ছিলেন সাজিব। এক মাসেরও বেশি সময় ওই শহরে ছিলেন তিনি। সাজিবের আরও এক সঙ্গীর খোঁজ পেয়েছে এনআইএ। তিনিও তীর্থহাল্লির বাসিন্দা। তাঁর নাম আবদুল মতিন তহ্বা। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ ইনস্পেক্টর কে উইলসনকে খুনের অভিযোগও রয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থাটি জানিয়েছে। সাজিবের সঙ্গে চেন্নাইয়েই ছিলেন তহ্বা।

সূত্রের খবর, তহ্বার সঙ্গে আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর যোগ রয়েছে। শিবমোগায় আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত বলে এনআইএর দাবি। বেঙ্গালুরুর ক্যাফেতে বিস্ফোরণের আগে এই তহ্বাই রেকি করেছিলেন তহ্বা। তিনি যে টুপি পরেন, ঠিক একইরকম টুপি পরতে দেখা গিয়েছে সাজিবকে। এনআইএ জানতে পেরেছে, সাজিব এবং তহ্বা যে টুপি পরেছিলেন, সেগুলি লিমিটেড এডিশনের। মাত্র ৪০০টি বাজারে বিক্রি হয়েছে।

সুর বদল চিনপন্থী মুইজ্জুর ভারতের কাছে ঋণ ছাড়ের আর্জি

ম্যালে, ২৩ মার্চ: ঋণে ছাড় দিতে ভারতের কাছে আর্জি জানাচ্ছে মলদ্বীপ। কার্যত সুর বদলাচ্ছেন মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ও চিনপন্থী মনোভাব সম্পন্ন মহম্মদ মুইজ্জু। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাঁর গলায় ভারত-বিরোধী সুর শোনা গিয়েছে। দেশের অন্দরেও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করার জন্য সমালোচিত হয়েছেন তিনি। তবে এবার তাঁর গলায় শোনা গেল অন্য সুর। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, ভারতের কাছে বিপুল অঙ্কের ঋণ রয়েছে মলদ্বীপের। সেই ঋণ মেটাতে কার্যত হিমশিম খেতে হবে মলদ্বীপকে। তাই সেই ঋণে যাতে একটু ছাড় দেওয়া হয়, এবার সেই আর্জি জানাচ্ছেন ভারতের কাছে।

জানা গিয়েছে, তাঁর ৪০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ রয়েছে ভারতের কাছে। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় সেটা ৩০০০ কোটি টাকারও বেশি। গত নভেম্বর মাসে শপথ নেন মুইজ্জু। তারপরই তিনি জানিয়ে দেন, মলদ্বীপ থেকে সরিয়ে নিতে হবে ভারতীয় সেনাকে। ৮৮ জন সেনাই যাতে ফিরে যান, সেই নির্দেশ দেন তিনি। আগামী ১০ মে পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে ভারতীয় সেনাকে।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রথম স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেন মুইজ্জু। সেখানে তিনি দাবি করেন, মলদ্বীপের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ভারত প্রতিবেশী হিসেবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত মলদ্বীপে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু জানিয়েছেন, পূর্ববর্তী সরকার যেভাবে ঋণ নিয়েছে তা মলদ্বীপের অর্থনীতির জন্য বহরে অনেক বেশি। এবার সেই টাকা মেটানোর জন্য ভারতের সঙ্গে কথা চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ঋণে কিছুটা ছাড় পাওয়া যায় কি না, সেই আর্জিই তিনি জানাচ্ছেন ভারতের কাছে। তিনি আরও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা হয়েছে তাঁর। তিনি মোদিকে জানিয়েছেন, কোনও প্রজেক্টের কাজ বন্ধ করতে চান না তিনি।

কেজরিওয়ালকে আগাম অভ্যর্থনা 'ঠগবাজ' সুকেশের

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ: ২৮ মার্চ পর্যন্ত ইডি হেপাজতে থাকবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে বার্তা পাঠাল 'ঠগবাজ' সুকেশ চন্দ্রশেখর। ২০০ কোটি টাকার দুর্নীতি কাণ্ডে জড়িত চন্দ্রশেখর কেজরিওয়ালকে স্বাগত জানিয়েছে। তিহার জেলে কেজরিওয়ালকে আগাম স্বাগত জানিয়ে তার বার্তা, 'সত্য প্রকাশিত হয়েছে। আমি ওঁকে তিহার জেলে স্বাগত জানাব।' কেবল তাই নয়, কেজরিওয়াল নিয়ে সে মুখ খুলবে বলেও দাবি চন্দ্রশেখরের। তাকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি ওর সম্পর্কে সব ফাঁস করে দেব। সব প্রমাণ রয়েছে।'

উল্লেখ্য, ঠগবাজ সুকেশ চন্দ্রশেখরের আর্থিক জালিয়াতি মামলায় সময় যত এগিয়েছে ততই সামনে এসেছে নিত্যনতুন তথ্য। জানা গিয়েছে, কেবল তারকাদেরই নয়, উঠতি নায়িকা ও মডেলদেরও ফাঁদে ফেলেছিল ওই ঠগবাজ। আপাতত তিহার জেলেই রয়েছে সে। আর সেখান থেকেই কেজরিওয়ালকে স্বাগত জানিয়েছে সে। উল্লেখ্য, একই ভাবে বিআরএস নেত্রীকে কবিতার গ্রেপ্তারির সময়ও তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল চন্দ্রশেখর। গত ১১ মার্চ গ্রেপ্তার হন ওই দক্ষিণী নেত্রী। তাঁর উদ্দেশে চন্দ্রশেখরের বক্তব্য ছিল, 'সত্যিটা সামনে এসেছে। আপনার কর্মফলই আপনার দিকে ফিরে আসছে।'

থিম্পুতে মা ও শিশু হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

থিম্পু, ২৩ মার্চ: ভুটানের থিম্পুতে গয়ালতসুয়ান জেটসুন পেমা ওয়াংচুক মা ও শিশু হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভুটান সফরের অন্তিম দিনে শনিবার সকালে থিম্পুতে গয়ালতসুয়ান জেটসুন পেমা ওয়াংচুক মা ও শিশু হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, উপস্থিত ছিলেন ভুটানের রাজা শেরিন তোবগেও। এই হাসপাতালটি সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত হয়েছে।

থিম্পুতে গয়ালতসুয়ান জেটসুন পেমা ওয়াংচুক মা ও শিশু হাসপাতালের উদ্বোধনের

বিষয়ে, ভুটানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী লিয়নপো ট্যান্ডিন ওয়াংচুক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন, এটা স্বাস্থ্য মন্ত্রক এবং ভুটানের সমস্ত জনগণের জন্য সম্মানের বিষয়। এই হাসপাতালটি ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট ভুটানের সকল মা ও শিশুদের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। এই হাসপাতাল উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, এই সুবিধা সুস্থ ভবিষ্যত প্রজন্মকে লালনপালনের প্রতিশ্রুতি মূর্ত করে।

উল্লেখ্য, শনিবার সকালে থিম্পু থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। বিশেষ আতিথেয়তা হিসাবে, ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক এবং প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে বিমানবন্দরে মোদিকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন। ভুটানের আতিথেয়তায় আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী মোদিও।

দু'দিনের সফরে শুক্রবার সকালেই ভুটানের উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার সারা দিন ভুটানে একগুচ্ছ অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক এবং প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে কথা বলেছেন মোদি। শনিবার সকালে থিম্পুতে গয়ালতসুয়ান জেটসুন পেমা ওয়াংচুক মা ও শিশু হাসপাতালের উদ্বোধন করে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি।

Ekdin_Page_8_Layout 1 3/23/2024 11:59 PM Page 1

ঘরের মাঠে হায়দরাবাদকে হারিয়ে আইপিএল যাত্রা শুরু কলকাতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবার দুটো ঝড়ের সাক্ষী থাকল ইডেন গার্ডেন্স। প্রথমে আন্দ্রে রাসেলের ব্যাটে। দ্বিতীয় বার হেনরিখ ক্লাসেনের ব্যাটে। দ্বিতীয় ঝড়ের কারণে একটা সময় হেরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল কলকাতার। তা হল না হর্ষিত রানার সৌজন্যে। তরুণ জোরে বোলার দাম দিলেন শ্রেয়স আয়ার, গৌতম গম্ভীরের আস্থার। শেষ ওভারে বল করতে এসে ঠান্ডা মাথা রেখে ক্লাসেনকে ফেরালেন। দুটো উইকেট নিয়ে, রান ধরে রেখে জিতিয়ে দিলেন কলকাতাকে। শনিবার পরতে পরতে ম্যাচের রং বদলাল। ম্যাচের শুরুর দিকে যদি হায়দরাবাদের বোলারদের দাপট দেখা যায়, তা হলে পরের দিকে কলকাতার ব্যাটারদের আক্রমণ দেখা গেল। আবার হায়দরাবাদের ইনিংস চলার সময় ম্যাচের পরিস্থিতি প্রায় প্রায়ই বদলে যাচ্ছিল। কখনও মনে হচ্ছিল কলকাতা জিতবে, কখনও হায়দরাবাদকে। বরুণ চক্রবর্তী ১৯তম ওভার থেকে ২৬ রান ওঠার পর ইডেনের হাজার পঞ্চাশেক জনতা এবং টিভিতে দেখা অগণিত দর্শক ধরেই নিয়েছিলেন ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। নাটকের তখ

নও বাকি ছিল। হর্ষিত যে শেষ ওভারে এত ভাল বল করবেন এটা অনেকেই ভাবতে পারেননি। ফিল সল্ট, আন্দ্রে রাসেল, হেনরিখ ক্লাসেনের মতো এত ভাল পারফর্মারদের পরেও হর্ষিতের নাম আলাদা করে উল্লেখযোগ্য।

কোনও মতে প্রথম ম্যাচ জিতলেও এই কলকাতা দলকে নিয়ে চিন্তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম চিন্তা অবশ্যই মিচেল স্টার্ক। ২৪.৭৫ কোটি টাকা দিয়ে যাঁকে কেনা হয়েছে, যাঁর প্রতিটি বলের দাম ৬ লক্ষ টাকা, তিনি চার ওভারে দিলেন ৫৫ রান। ওভার প্রতি ১৩.৭৫। উইকেট মাত্র ১টি। হর্ষিত, সুযশের মতো ভারতীয় ক্রিকেটের অখ্যাত তরুণেরা স্টার্কের থেকে ভাল বল করলেন। এই বোলারের পিছনে কেন কলকাতা ছুটল আর কেনই বা এত টাকা খরচ করল, তা দল পরিচালন সমিতিই ভাল বলতে পারবেন। এই স্টার্ককে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখা যায় না, এটা প্রথম ম্যাচেই বোঝা গিয়েছে। স্টার্কের পিছনে যে খরচ হয়েছে, তাতে স্বদেশি কয়েকজন বোলারকে অনায়াসে নেওয়া যেত।

দ্বিতীয় চিন্তার কারণ অবশ্যই ভঙ্গুর ব্যাটিং। কেন ওপেনিং জুটিতে আচমকা বদল করা হল, কেন মিডল অর্ডার ও ভাবে ভেঙে পড়ল, তার কারণ খুঁজতে হবে দ্রুত। টপ অর্ডার ভাল শুরু না করলে পরের দিকের ম্যাচগুলিতে বিপদে পড়তে হতে পারে। কলকাতার প্রথম চমকটা ছিল ওপেনিং জুটিতেই। শুক্রবার পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল বেঙ্কটেশ আয়ারের সঙ্গে ফিল সল্ট বা রহমানুল্লাহ গুরবাজ মধ্যে কেউ ওপেন করতে পারেন। ম্যাচের আগে টিম হাড্‌লে সল্টের হাতে টুপি তুলে দেওয়ায় নিশ্চিত হওয়া গেল তিনিই খেলছেন। কিন্তু কলকাতা ব্যাট করতে নামার সময়েই চমক। সল্টের সঙ্গে যিনি এগিয়ে আসছিলেন ক্রিজে র দিকে, তিনি বেঙ্কটেশ নন, সুনীল নারাইন। অতীতে তাঁকে ফাটকা হিসাবে ওপেনিংয়ে খেলানো হয়েছে। কিন্তু আইপিএলের প্রথম ম্যাচেই পরীক্ষা কেন?

ঋষভ পন্তের ফেরার ম্যাচে পাঞ্জাবের কাছে হার দিল্লির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঋষভ পন্তের দ্বিতীয় অভিষেক কিংবা দ্বিতীয় ইনিংস বলা যায়। মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরে প্রায় দেড় বছর পর আজ পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরেছেন। তবে ইনিংসটা বড় করতে পারেননি। করেছেন ১৩ বলে ১৮ রান। তবে এর মধ্যেই পুরোনো পন্তের ছোঁয়া দেখা গেছে। তাঁর ফেরার দিনে অবশ্য জিততে পারেনি দিল্লি ক্যাপিটালস। দিল্লির ১৭৫ রান পাঞ্জাব টপকে গেছে ৪ উইকেট আর ৪ বল হাতে রেখে।

১৭৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে পাঞ্জাবকে ভালো শুরু এনে দেন শিখর ধাওয়ান ও জনি বেয়ারস্টো। গড়েন ১৯ বলে ৩৪ রানের জুটি। ইশান্ত শর্মার বলে ২২ রান করে শিখর আর বেয়ারস্টো ৯ রানে রানআউট হয়ে ফিরলেও পাঞ্জাবের পরের ব্যাটসম্যানদের বড় চাপ নিতে হয়নি। ইমপ্যাক্ট সাব হয়ে নেমে প্রবশিমরান সিং করেছেন ১৭ বলে ২৬ রান। ৪ নম্বরে নেমে স্যাম কারেন ব্যাটিং করেন পরিস্থিতির চাহিদা মিটিয়ে।

৩৯ বলে ৫০ করা এই ইংলিশ অলরাউন্ডার আউট হন ৪৭ বলে ৬৩ রান করে। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন আরেক ইংলিশ অলরাউন্ডার লিয়াম লিভিংস্টোন। ইনিংসের ১২তম ওভারে ক্রিজে এসে তিনি খেলেছেন ২১ বলে অপরাজিত ৩৮ রানের ইনিংস। ইনিংসের ১৯তম ওভারে খ

লিল আহমেদ পরপর দুই বলে কারেন আর শশাঙ্ক সিংকে আউট করলেও ম্যাচের ফলে প্রভাব ফেলেনি।

পন্ত যখন ক্রিজে আসেন, ৮ ওভারে দিল্লির রান ৭৪। দিল্লিকে এমন ভালো শুরু এনে দিয়ে যান ডেভিড ওয়ার্নার ও মিচেল মার্শ। দুই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনিংয়ে জুটিতে গড়েন ২০ বলে ৩৯ রানের জুটি। এরপর শাই হোপের সঙ্গে ওয়ার্নারের জুটি টেকে ২৮ বল, রান ওঠে ৩৫। ওয়ার্নার করেন ২১ বলে ২৯। পন্ত ক্রিজে এসেই স্পিনার হারপ্রিত ব্রারের প্রথম বলে কাট খেলার চেষ্টা করেন, তবে ব্যাটে বল লাগেনি।

পন্ত প্রথম বাউন্ডারি পান রাহুল চাহারের বলে, যদিও সেটা মিড উইকেটে হার্শাল প্যাটেল ক্যাচ মিস করেন বলে। এরপর হার্শালের বলে আরেকটি চার মারেন তিনি। পরে আউটও হন হার্শালের বলে। ১৯ ওভার পর্যন্ত দিল্লির রান ছিল ১৪৯। তবে শেষ ওভারে হার্শালের ছয় বল থেকে ২৫ রান তোলেন অভিষেক পোরেল। তাতেই লড়াই করার মতো পুঁজি পায় দিল্লি।

দিল্লি-পাঞ্জাব ম্যাচটি হয়েছে আইপিএলের নতুন ভেন্যু মহারাজা যদাবিন্দ্র সিং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। পাঞ্জাবের মুলানপুরে অবস্থিত স্টেডিয়ামটি আইপিএলের ৩৬তম ভেন্যু।

প্রয়াত পিসিবির সাবেক চেয়ারম্যান শাহরিয়ার খান

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সাবেক চেয়ারম্যান শাহরিয়ার খান লাহোরে নিজ বাসায় ৮৯ বছর বয়সে মারা গেছেন। পিসিবি এক বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুর খবর জানিয়েছে।

শাহরিয়ার খান দুই মেয়াদে পিসিবি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রথম মেয়াদ এবং ২০১৪ সালের আগস্ট থেকে ২০১৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত দ্বিতীয় মেয়াদে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এ ছাড়াও ১৯৯৯ সালে ভারত সফর এবং ২০০৩ বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলের ম্যানেজারের দায়িত্বেও ছিলেন শাহরিয়ার।

পিসিবির বিবৃতিতে বলা হয়, 'লাহোরে আজ সকালে সাবেক চেয়ারম্যান শাহরিয়ার খানের মৃত্যুতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান, বোর্ড পরিচালনা পর্ষদ এবং অন্যান্য কর্মীরা গভীর শোকাহত। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর...শাহরিয়ার খানের পরিবারের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো সমবেদনা জানাচ্ছে পিসিবি। সর্বশেষ দশকে পাকিস্তানে ক্রিকেট ফিরিয়ে আনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি।' পিসিবির বর্তমান চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, 'সাবেক চেয়ারম্যান শাহরিয়ার খানের মৃত্যুতে পিসিবির পক্ষ থেকে আমি গভীর শোক প্রকাশ

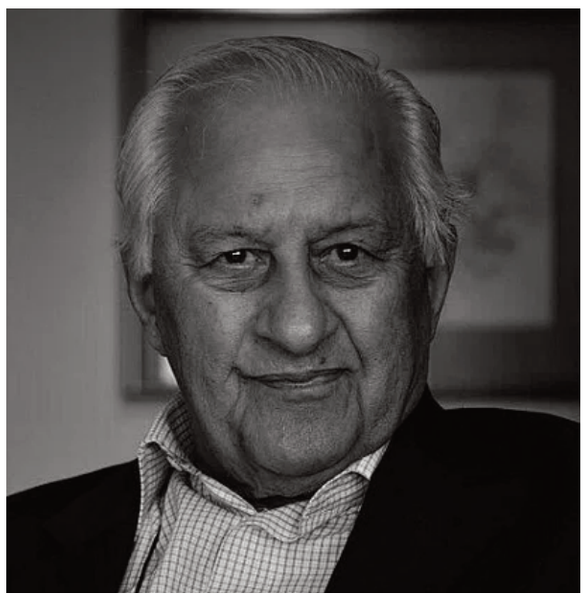

করছি। তিনি ভালো প্রশাসক ছিলেন... বোর্ডপ্রধান হিসেবে প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য পাকিস্তান ক্রিকেট তাঁর কাছে চিরকালের ঋণী।' কূটনীতিক হিসেবেও পাকিস্তানে খ্যাতি কুড়িয়েছেন শাহরিয়ার। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সচিবের দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। ১৯৩৪ সালের ২৯ মার্চ ভারতের লক্ষ্ণৌতে জন্ম শাহরিয়ারের। শৈশবে পড়াশোনাও করেছেন সেখানেই। উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন ইংল্যান্ডে এবং ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাকিস্তানে চলে যান।

সম্পর্কে তিনি ভারতের সাবেক অধিনায়ক নবাব মনসুর আলী খান পতৌদির কাজিন। ভারত,পাকিস্তান ক্রিকেট কূটনীতিতে শাহরিয়ারকে বিশেষজ্ঞ বলেই মনে করা হয়। সংবাদমাধ্যম 'ক্রিকেট পাকিস্তান' জানিয়েছে, আজ ভোর চারটার দিকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার পর মারা যান শাহরিয়ার। মৃত্যুর সময় স্ত্রী ও চার সন্তান রেখে গেছেন তিনি।

উপভোগের মন্ত্র নিয়ে দেড় বছর পর ফিরলেন পন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে ঋষভ পন্তের অভিষেক হয়েছিল ২০১৬ সালে, দিল্লিতে গুজরাট লায়নসের বিপক্ষে। তবে ক্যারিয়ার শেষে অভিষেকের অনুভূতি নিয়ে পন্তের মনে গেঁথে থাকবে হয়তো আজকের দিনটিই।

মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফেরা ভারতীয় এই ক্রিকেটারের আজ 'দ্বিতীয় অভিষেক' হয়েছে আইপিএলে। যে অভিষেককে করতালিতে স্বাগত জানিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস তো বটেই, প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব কিংসের সমর্থকেরাও।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণহানির শঙ্কায় পড়েছিলেন পন্ত। প্রাণে বেঁচে গেলেও একটা পর্যায়ে মনে হয়েছিল পা কেটে ফেলতে হবে। তবে সব শঙ্কা আর অনিশ্চয়তা কাটিয়ে পন্ত আবারও খেলার মাঠে। পুরো ২০২৩ সাল মাঠের বাইরে কাটানোর পর পেশাদার ক্রিকেটে ফিরলেন আইপিএলে দলের প্রথম ম্যাচ দিয়ে। সেটাও অধিনায়ক হিসেবেই।

টসে জিতে আগে ব্যাটিংই নিতে চেয়েছিলেন পন্ত। পরে টসে না জিতলেও সেটাই পেয়েছেন। পাঞ্জাব অধিনায়ক শিখর ধাওয়ান ফিল্ডিং বেছে নিলে পন্ত সম্প্রচার ক্যামেরার সামনে বলেন, 'আমি ব্যাটিংই চেয়েছিলাম। উইকেট কিছুটা ধীরগতির মনে হচ্ছে।' প্রায় দেড় বছর পর মাঠে নামা পন্ত ম্যাচের ওই সময়টুকুকে অভিহিত করেছেন 'আবেগপ্রবণ' বলে, 'এটা আমার

জন্য আবেগপ্রবণ মুহূর্ত। খেলাটা উপভোগ করতে চাই। এর বেশি কিছু ভাবছি না।'

দিল্লি-পাঞ্জাব ম্যাচটি হচ্ছে আইপিএলের নতুন ভেন্যু মহারাজা যদাবিন্দ্র সিং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। পাঞ্জাবের মুলানপুরে অবস্থিত স্টেডিয়ামটি আইপিএলের ৩৬তম ভেন্যু।

আগে ব্যাট করা দিল্লির হয়ে ওপেনিং করেছেন ডেভিড ওয়ার্নার ও মিচেল মার্শ। চার নম্বরে নেমে ১৩ বলে ১৮ রান করেন তিনি। ম্যাচে উইকেটকিপিংও করবেন পন্ত।

৮ বছর পর যেখানে হারের স্বাদ পেল স্পেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবল মাঠে এক বছর পর হারের স্বাদ পেল স্পেন। ওয়েস্ট হামের মাঠ লন্ডন স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচে স্পেনকে ১-০ গোলে হারিয়েছে কলম্বিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে লিভারপুল তারকা লুইস দিয়াজের একক প্রচেষ্টায় তৈরি করা আক্রমণ থেকে বল পেয়ে দুর্দান্ত এক ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন ক্রিস্টাল প্যালেসের কলম্বিয়ান রাইটব্যাক ড্যানিয়েল মুনোজ। এই গোলই নিশ্চিত করেছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির জয়।

ম্যাচে বল দখল ও আক্রমণে স্পেন এগিয়ে থাকলেও কাঙ্ক্ষিত গোলটি পায়নি তারা। কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তের অধীন এটি স্পেনের দ্বিতীয় হার। এর আগে স্পেন সর্বশেষ ম্যাচ হেরেছিল ২০২৩ সালের মার্চে।

সেবার ইউরো বাছাইয়ের ম্যাচে স্কটল্যান্ডের কাছে হার দেখেছিল সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তবে প্রীতি ম্যাচ বিবেচনায় নিলে স্পেন কোনো ম্যাচে হারের দেখা পেল ৮ বছর পর।

এর আগে ২০১৬ সালে প্রীতি ম্যাচে জর্জিয়ার কাছে হেরেছিল তারা।

স্পেনের কোচ লা ফুয়েন্তে এ ম্যাচে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। অধিনায়ক রদ্রিসহ কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে একাদশের বাইরে রেখে তিন তরুণ তুর্কিকে অভিষেক করান তিনি। এ

ম্যাচ দিয়ে স্পেনের জার্সিতে অভিষেক হলো বার্সেলোনার ১৭ বছর বয়সী আলোচিত ডিফেন্ডার পাউ কুবরাসি, অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের ড্যানিয়েল ভিভিয়ান ও রিয়েল সোসিয়েদাদ গোলরক্ষক অ্যালেক্স রেমিরোর।

স্পেনের বিপক্ষে জয় পেয়ে উচ্ছ্বসিত কলম্বিয়ার কোচ লরেনৎসো বলেছেন, 'আজ প্রথমার্ধ আমাদের জন্য কঠিন ছিল। একপর্যায়ে স্পেন আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে খেলছিল। আমরা সেই পরিস্থিতি থেকে সফলভাবে বেরিয়ে আসতে এবং কৌশলগতভাবে ও আচরণগতভাবে পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করেছি। এ জয়ের কৃতিত্ব তাই ছেলেদের দিতে হবে।'

একই রাতে অন্য ম্যাচে প্রীতি ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে নেদারল্যান্ডস। আমস্টারডামে প্রথমার্ধে এক গোল দিলেও দ্বিতীয়ার্ধে স্কটিশদের জালে ডাচরা বল জড়ায় চারবার। এ হারের পর টানা ছয় ম্যাচে জয়হীন থাকল স্কটল্যান্ড, যেখানে তারা হজম করেছে সব মিলিয়ে ১৮ গোল।

ইংল্যান্ডের ইউরো জার্সি পাল্টানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের, মানছে না এফএ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্লাব ফুটবলে আপাতত বিরতি চলছে। সবাই ব্যস্ত আন্তর্জাতিক ফুটবল নিয়ে। ঠিক এ সময়েই ইউরোপীয় ফুটবলে জাতীয় দলের জার্সি নিয়ে তুলকালাম শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি অ্যাডিডাসের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে নাইকির সঙ্গে জুটি বাঁধার ঘোষণা দেয় জার্মান ফুটবল ফেডারেশন (ডিএফবি)। ২০২৭ সাল থেকে জার্মানির সব পর্যায়ের জাতীয় দলের জার্সি ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করবে বিশ্বের শীর্ষ ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নাইকি।

স্বদেশি প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাসের সঙ্গে ডিএফবির চুক্তি নবায়ন না করার বিষয়টি জার্মান সরকার পর্যন্ত গড়িয়েছে। দেশটির ভাইস চ্যালেন্সর রবার্ট হাবেক ডিএফবির তিনটি স্ট্রাইপ (অ্যাডিডাসের ট্রেডমার্ক) ছাড়ার বিষয়টিকে 'দেশপ্রেমের অভাব' মনে করছেন।

এবার নাইকিরই বানানো ইংল্যান্ডের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জার্সি নিয়ে দেশটির রাজনীতিবিদেরা সমালোচনা করেছেন। আগামী জুনে জার্মানিতে বসবে ইউরোর ১৭তম আসর। এর প্রায় ৩ মাস আগেই ইংল্যান্ড জাতীয় দলের জার্সি উন্মোচন করেছে নাইকি।

তবে গত সোমবার জার্সিটি উন্মোচনের পর থেকেই ইংল্যান্ডের সর্বমহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। জার্সির কলারে সেন্ট জর্জেস ক্রসের রং (ইংল্যান্ডের পতাকায় যে লাল ক্রস) পাল্টানো হয়েছে। এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে আকাশি, নীল ও বেগুনি রং। তবে অনেকের চোখে এ ধরনের রংয়ের মিশ্রণকে 'এলজিবিটি কমিউনিটি'র প্রতীক 'রংধনু পতাকা'র মতো মনে হয়েছে।

বিষয়টি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ও বিরোধীদলীয় নেতা স্যার কিয়ের স্টারমারেরও নজরে এসেছে। তাঁরা বিতর্কিত জার্সিটির সমালোচনা করে তা পাল্টানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ঋষি সুনাক বলেছেন, 'যখন আমাদের জাতীয় পতাকার কথা আসে, তখন বিষয়টি নিয়ে কোনোভাবেই ঝামেলায় জড়ানো উচিত নয়। কারণ, জাতীয় পতাকা আমাদের গর্ব ও আত্মপরিচয়ের উৎস। আমরা কে;

জাতীয় পতাকা সেটার জানান দেয়। পতাকাকে তার মতোই নিখুঁত থাকতে দেওয়া উচিত।'

লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ড। এই ম্যাচেই নাইকির বানানো নতুন নকশার জার্সি পরে মাঠে নামবে ইংল্যান্ড। তবে দেশটির রাজনৈতিক বিশ্লেষক ডক্টর ইয়ান ডার্চি প্রতিবাদের ডাক দিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স,এ তিনি লিখেছেন, 'আমাকে বলা হয়েছে কিয়ের স্টারমার যেন জাতীয় সংবাদমাধ্যমের বাইরে গিয়ে কথা বলেন এবং ইংল্যান্ডের নতুন রেপ্লিকা জার্সিতে পতাকার যে রং ব্যবহার করা হয়েছে, সেটার প্রতিবাদে আগামীকাল সন্ধ্যায় (বাংলাদেশ সময় আজ রাতে) ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচে ইংল্যান্ডের সব সমর্থককে কালো জার্সি পরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

শুধু ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষই নন, খেলোয়াড়দের মধ্যেও নতুন জার্সি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছেন। গত রাতে আজারবাইজানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলেছে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব,২১ দল। সে ম্যাচে লিভারপুলের ইংলিশ ফুটবলার হার্ভি এলিয়ট পতাকা ঢাকতে তাঁর জার্সির কলার তুলে রাখেন।

তবে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ও বিরোধীদলীয় নেতা কিয়ের স্টারমার বিতর্কিত জার্সি বদলানোর আহ্বান জানালেও ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকে পাল্টা ব্যাখ্যা দিয়েছে। এফএর দাবি, নতুন নকশার জার্সির মাধ্যমে ইংল্যান্ডের ১৯৬৬ বিশ্বকাপজয়ী দলকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

ইংলিশ ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির এক মুখপাত্র বলেছেন, '১৯৬৬,এর নায়কেরা যে রঙের ট্রেনিং গিয়ার (অনুশীলনের সরঞ্জাম) পরেছিল, সেখান থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে কলারের পেছনে এটা ব্যবহার করা হয়েছে। ইংল্যান্ডের জার্সিতে সেন্ট জর্জেস ক্রসের রংয়ের পরিবর্তে ভিন্ন রঙের ব্যবহার এবারই প্রথম নয়।'

ইএসপিএন সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের পরও জার্সিটি বাজার থেকে তুলে নেওয়া কিংবা নতুন নকশার জার্সি নিয়ে আসার কোনো ইচ্ছা নেই এফএর। ইএসপিএনকে দেওয়া বিবৃতিতে নাইকিও এফএর সুরে সুর মিলিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, '২০১২ সাল থেকে আমরা এফএর গর্বিত অংশীদার। ইংল্যান্ডের সমর্থকদের কাছে সেন্ট জর্জেস ক্রসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব কতখানি, তা আমরা বুঝি। সমর্থকদের অসন্তুষ্ট করার ইচ্ছা কখনোই আমাদের ছিল না।' বাজারে আসা ইংল্যান্ডের বিতর্কিত এই জার্সির দুই রকম দাম ধরা হয়েছে। বড়দের জার্সি কিনতে লাগবে ১৫৭ ডলার, শিশুদের জন্য কিনতে হলে গুনতে হবে ১৫১ ডলার। আজ রাতে ব্রাজিলের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের কতজন সমর্থক এই জার্সি পরে ওয়েম্বলিতে যাবেন, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**